The Weekly সফলতার ২৮ বছরে Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৫০ সোমবার ভাদ্র ২৫ ১৪৩১ / রবিউল আউয়াল ২৭, ১৪৪৬ / Vol. 28 / Issue 50 / September 09, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

Aladdin

আলাদিন
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Aladdin Tel: 718-784-2554

আগামী শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলে নিষিদ্ধ হচ্ছে মোবাইল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারলেও

বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়

কমলার হাসিতে মজেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেট দলীয় প্রার্থী কমলা হ্যারিসের হাসিতে মজেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার ভ্লাদিভোস্টে অনুষ্ঠিত ইস্ট ইকোনোমিক ফোরামের সম্মেলনে একথা জানান রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসকে সমর্থনের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় পুতিনকে। এসময় রুশ প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি সমর্থন করবেন কমলাকে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ডেমোক্রেট প্রার্থীর হাসির ভক্ত তিনি। হ্যারিসের হাসিকে প্রাণোচ্ছল বলেও মন্তব্য করেন পুতিন। তার এ *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

ড. ইউনূসের কাছে প্রবাসীদের দাবী ও প্রত্যাশা

নাগরিক সংবর্ধনা দিতে চায় বাংলাদেশ সোসাইটি

নিউইয়র্ক আসছেন ২২ সেপ্টেম্বর
সফর সঙ্গী ৭ জন
জাতিসংঘে ভাষণ দিবেন ২৭ সেপ্টেম্বর

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ২২ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্ক আসছেন। তিনি নিউইয়র্ক এসে পৌছার পর ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার জাতিসংঘে বাংলাদেশের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তাঁর সম্মানে আয়োজিত গণ সংম্বর্ধনা সভায় যোগ দেবেন ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এবং জাতিসংঘের অধিবেশে ভাষণ দেবেন ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। মাঝে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সম্মানে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত নৈশ ভোজ সভায় যোগ দেবেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান প্রফেসর ইউনূস। ঢাকা থেকে প্রাপ্ত কূটনৈতিক *(বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

দুই প্যানেলের ৩৭ জনের মনোনয়ন জমা

বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসী বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে দুটি প্যানেলের ৩৭জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলী নেতৃত্বাধীন ‘সেলিম-আলী’ *(বাকি অংশ ২ এর পাতায়)*

বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিলিয়ন ডলার ‘আত্মসাতের’ অভিযোগ

পে-চেক প্রেটেকশন প্রোগ্রামে ঋণ জালিয়াতি : অভিযোগ অস্বীকার নূরুস সাফা’র

অভিযুক্ত নূরুস সাফা ও মাইদা সাফা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়ে সে অর্থ আত্মসাত করে ব্যক্তিগত খাতে ব্যায়ের অভিযোগ ওঠেছে প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ী পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরা হলেন নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে বসবাসরত বাংলাদেশী -আমেরিকান নূরুস সাফা ও তার ছেলে মাইদা সাফা। তাদের একটি নির্মাণ ঠিকাদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিউইয়র্কের ব্রুকলীনের ডিস্ট্রিক্ট আদালতে একটি মামলায় তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। সরকারি পে-চেক প্রেটেকশন প্রোগ্রামের (পিপিপি) আওতায় মিথ্যা তথ্য দিয়ে অভিযুক্ত নূরুস সাফা নিজেদের ঠিকাদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন ভাতা ও নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য এ ঋণ নেন। পরে সে অর্থ দিয়ে নিজেদের জন্য বাড়ি ও বিলাসবহুল বিএমডবিডব্লিউ গাড়ি ক্রয়ের অভিযোগ ওঠে।

অপরদিকে উল্লেখিত অভিয়োগ অস্বীকার করে ব্যবসায়ী নূরুস সাফা বলেছেন, আমি পুরনো *(বাকি অংশ ২২ এর পাতায়)*

বেগমপাড়ায় ‘জড়ো হচ্ছেন’ টাকা লুটকারী সাহেবরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঘুষ, দুর্নীতিসহ নানা অবৈধ উপায়ে দেশের সাধারণ মানুষের টাকা লুটে নিয়ে একদল বিলাসী জীবন যাপন করছে কানাডার বেগমপাড়ায়, কেউ বা দুবাই মালয়েশিয়ায়-সিঙ্গাপুরে। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, সুবিধাবাদী আমলা, ক্ষমতার শীর্ষ মহলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে এখন লাপাত্তা। একসময় ওই সব ‘সাহেব’ দেশে টাকা লুট করতেন, আর তা নিজেদের বউ-বাচ্চাদের ‘বেগমপাড়া’ কিংবা ‘সেকেন্ড হোমে’ বিলাসী জীবনযাপনের জন্য পাঠাতেন। এখন ওই ‘সাহেব’দেরও অনেকে ‘বেগম’দের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর রীতিমতো কানাডার ‘বেগমপাড়া’ কিংবা সেকেন্ড হোমে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া রাজনীতিবিদ, আমলা আর ব্যবসায়ীর ভিড় বেড়েছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে খোঁজ নিয়ে আরো জানা যায়, মামলা, জেল-জরিমানা আর শাস্তির ভয়ে তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে ওই সব উন্নত দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। তবে সরকার এঁদের পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ও অর্থ উপদেষ্টা এরই *(বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)*

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে সমাবেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ পরিবর্তনের কথিত প্রস্তাবের প্রতিবাদে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে। একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বীর *(বাকি অংশ ৩ এর পাতায়)*

গণভবন-সংসদ ভবনের লুট হওয়া অস্ত্রের ভল্টগুলো উদ্ধার হয়নি, নিরাপত্তা ঝুঁকির শঙ্কা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গণভবন আর সংসদ ভবনের ভল্টে থাকা অত্যাধুনিক অস্ত্র ও অপারেশনাল সরঞ্জামাদিসহ ভল্টগুলো লুট হওয়ার পর মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো সেগুলো উদ্ধার হয়নি। এতে করে নিরাপত্তা সংকটের শঙ্কা বাড়ছে। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর গণভবন ও সংসদ ভবনে সাধারণ জনতা ঢুকে পড়ে। এ সময় গণভবন ও সংসদ ভবনে ভাঙচুর এবং লুটের ঘটনা ঘটে। গণভবনে ও সংসদ ভবনে থাকা অস্ত্র ও অপারেশনাল সরঞ্জামাদি মজুদ রাখা অত্যাধুনিক ভল্টগুলোও লুট করে নিয়ে যায় দূবৃত্তরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি এবং ভল্টগুলো উদ্ধারে বুধবার থেকে অস্ত্র উদ্ধারে দেশব্যাপী যৌথ অভিযান পরিচালনা করছে সরকার। এতে থানা থেকে খোয়া যাওয়া বেশ কিছু অস্ত্র গুলি উদ্ধার হলেও গণভবনে ও সংসদ ভবনে থাকা অস্ত্র ও অপারেশনাল সরঞ্জামাদি মজুদ রাখা অত্যাধুনিক ভল্টগুলো উদ্ধার করা যায়নি।

জানা গেছে, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

ব্রঙ্কসে প্রবাসী বাংলাদেশী নিখোঁজ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস থেকে আশিষ কুমার বিশ্বাস নামে ৬৬ বছর বয়সী এক বাংলাদেশী নিখোঁজ রয়েছেন। গত ২ সেপ্টেম্বর ব্রঙ্কস ক্যাসল হিলস ট্রেন স্টেশন সাবওয়ে থেকে নিজের নতুন ভাড়া নেওয়া বাসায় ফেরার পথে নিখোঁজ হোন তিনি।

আশিষ কুমার বিশ্বাসের ভাই গোবিন্দ বিশ্বাস জানান, ১৪ মাস আগে আশিষ কুমার বিশ্বাস বাংলাদেশ থেকে নিউইয়কে *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

আনন্দ-উৎসবে স্কুলে ফিরলো শিক্ষার্থীরা

(শেষ পাতার পর) স্কুলে আসতে কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।
এদিকে স্কুলের প্রথম দিন হওয়ায় ছিলো না কোন ক্লাসের চাপ। শিক্ষক-শিক্ষিকারা নতুন ক্লাশের প্রস্তুতি আর শিক্ষার্থীরা অনেকে খেলাধুলা করে কাটিয়েছেন দিনটি। আবার অনেকে পুরানো বন্ধুদের পাশাপাশি নতুন বন্ধুদের সাথে সময় কাটিয়েছে। অপরদিকে স্কুল ছুটি শেষে অভিভাবক আর শিক্ষার্থীদের মুখে ছিল আনন্দের ঢেউ। নতুন বছরের নতুন কারিকুলামের মধ্য দিয়ে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ হয়ে উঠুক সকল সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুখময় এমনটাই প্রত্যাশা অবিভাবকদের।

দুই প্যানেলের ৩৭ জনের মনোনয়ন জমা

(প্রথম পাতার পর) প্যানেলের পক্ষ থেকে ১৯টি এবং রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও জাহেদ মিন্টুর নেতৃত্বাধীন রুহুল-জাহিদ প্যানেল থেকে ১৮টি পদে মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। দুটি প্যানেলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা উপস্থিত ছিলেন। এসময় উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। সোসাইটির নির্বাচন কমিশনরা এই সময়ে উপস্থিত থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন বলে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি বলেন, আমরা মনোনয়নপত্র জমা নিয়ে এগুলো যাচাই-বাছাই করার পর ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছি। প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করার পর মনোনয়নপত্র বিষয়ে আপিল করার সময় ছিলো ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। আর প্রত্যাহারের সময় ছিলো ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয় ৮ সেপ্টেম্বর রোববার। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৭ অক্টোবর রোববার।
মনোনয়নপত্র জমাদানকারী ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলে প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- আবুল কালাম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ- রফিকুল ইসলাম খান, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- রিজু মেহাম্মদ (বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত), সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক- আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও অ্যাপায়ন সম্পাদক- আশ্রাব আলী লিটন, স্কুল ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক- হাসান জিলানী। এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলে- এ বি সিদ্দিকী, হারুনুর রশিদ, আবুল কাশেম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, মনসুর আহমেদ ও হাসান খান।
অপরদিকে ‘রুহুল-জাহিদ’ প্যানেল ১৯টি পদের মধ্যে মোট ১৮জন মনোনয়ন পত্র জমা দেন। বর্তমান প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ আসন্ন নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের থেকে নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দেন। রুহুল-জাহিদ প্যানেল থেকে এই পদে কোনো প্রার্থী জমা না দেওয়ার কারণে রিজু মোহাম্মদ বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তবে নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি।
এই প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- রুহুল আমিন সিদ্দকী, সিনিয়র সহ সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সহ সভাপতি- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক- জাহিদ মিন্টু, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- সারওয়ার খান বাবু, কোষাধ্যক্ষ- নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- সাদী মিন্টু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মনিকা রায় চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- নাদের এ আইয়ুব, সাহিত্য সম্পাদক- রুমানা আহমেদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আলমগীর হোসেন, স্কুল ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক- শাহনাজ হোসেন, কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন- আব্দুর রব মিয়া, মোহাম্মদ তাজুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম ডালিম, সাইফুল ইসলাম শিমুল ও নজরুল ইসলাম প্রমুখ।
উল্লেখ্য, এবার সোসাইটির ভোটার সংখ্যা মোট ১৮ হাজার ৬১৩ জন। এদের মধ্যে সাধারণ ভোটার ১৭ হাজার ৭৫৯ এবং আজীবন সদস্য ৮৫৪ জন। এবারের নির্বাচনের জন্য ৫টি ভোট কেন্দ্র করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য কেন্দ্রগুলোর নাম ও স্থান নির্বাচন কমিশন পরে জানিয়ে দিবে।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর স্মৃতি স্মরণে দোয়া-মিলাদ মাহফিল

নিউইয়র্ক: আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর স্মৃতি স্মরণে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে ‘ইউনাইটেড ফর পিস ইন বাংলাদেশ’ এর ব্যানারে সোমবার সন্ধ্যায় এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ও দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম আশরাফুজ্জামান খান। এতে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নাতি হাফিজ মাহাদী হোসাইন সাঈদী তার দাদার মৃত্যুকে অস্বাভাবিক এবং হত্যা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করে ড. ইউনূস নেতৃত্ত্বাধীন অন্তবর্তী সরকারের কাছে এই হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ডা. জুননুন চৌধুরী, ফারুক ওয়াদুদ, মোল্লাহ মুনজুরুল ইসলাম, ইমাম মাওলানা আব্দুর রহমান, কমান্ডর সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা আনছার উদ্দিন, ড. ফকরুদ্দিন ইসলাম, মোহাম্মদ ছালাউদ্দন, মোহম্মদ জামিল ইসলাম, খান মোহামদ সাইফুল্লাহ, আব্দুর রব হাওলাদার, জহির উল হক ও আফজল হোসেন বাবুল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাওছার আহমেদ মারুফ। সভা থেকে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের দায়ের করা মামলাগুলো এবং তার মৃত্যুর বিষয়টি পুন: তদন্ত দাবী করা হয়।

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নির্বাচন ১৩ অক্টোবর

নিউইয়র্ক: প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ’র নির্বাচন আগামী ১৩ অক্টোবর রোববার। ত্রি বার্ষিক অর্থাৎ ২০২৫-২০২৭ সালের এই নির্বাচনের তফসীল ঘোসণা করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সন্ধ্যায় ব্রুকলীনের পাঞ্জাব রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মওলানা আব্দুল আলীম জিয়াদী এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ। সভায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা মওলানা ইব্রাহীম এবং বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ কামরুল ইসলাম। সভায় অডিট প্রধান মাস্টার শাহ আলম ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সেলিম জাহিদ, আবু সুফিয়ান, লতিফুর রহমান লিটন, আবু নাসের চৌধুরী, হাজী মফিজুর রহমান, হাজী মোতাহের হোসেন সহ আরো *(বাকি অংশ ২২ এর পাতার পর)*

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে সমাবেশ

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের কথিত প্রস্তাবের প্রতিবাদে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে। রোববার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভাসিটি প্লাজায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

(প্রথম পাতার পর) মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমামের আহ্বানে রোববার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভাসিটি প্লাজায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রবাসের সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও কর্মী সহ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন। তারা শ্লোগান, গান আর কবিতা পাঠের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান। সমাবেশ থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৭২ এর সংবিধান, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু প্রভৃতি বিষয়ে কোনো আপোস মেনে নেয়া হবে না বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। সমাবেশে তাজুল ইমামের নেতৃত্বে প্রবাসের শিল্পীরা দেশের গান পরিবেশন করেন। এছাড়াও শপথ বাক্য পাঠ করেন মিথুন আহমেদ।

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

তিস্তার পানিবণ্টন

অধিকার আদায়ে দৃঢ় হতে হবে

বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন নদীগুলোর মধ্যে তিস্তা অন্যতম। এ নদীর ওপর নির্ভরশীল উত্তরাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ। উজানে পানি প্রত্যাহারের কারণে শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা পরিণত হয় ধুধু বালুচরে। আর বর্ষা মৌসুমে পানি ধারণক্ষমতা না থাকায় বন্যার কবলে পড়ে বাংলাদেশের মানুষ। অভিন্ন নদীতে উজানের মতো ভাটির দেশের মানুষের অধিকার আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত।

"২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তার পানির সমবণ্টনে দুই দেশ চুক্তিবদ্ধ হবে এমন প্রস্তুতিও নেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আপত্তির অজুহাতে সফরকালে চুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে ভারত। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে পরবর্তী ১৩ বছরে এ বিষয়ে শুধু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিই রয়েছে, সমাধানের পথে হাঁটেনি ভারত।"

কিন্তু বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশটি এ ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে বরাবরই কার্পণ্য দেখিয়েছে। বিগত সরকারের প্রথম দিকে ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তার পানির সমবণ্টনে দুই দেশ চুক্তিবদ্ধ হবে এমন প্রস্তুতিও নেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আপত্তির অজুহাতে সফরকালে চুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে ভারত। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে পরবর্তী ১৩ বছরে এ বিষয়ে শুধু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিই রয়েছে, সমাধানের পথে হাঁটেনি ভারত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফসল অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুরু থেকেই অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন সমস্যার সম্মানজনক সমাধানের জন্য সরব হয়েছে। সর্বশেষ বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস দীর্ঘদিন যাবৎ অমীমাংসিত তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তির বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, বিষয়টি দীর্ঘদিন ঝুলে থাকায় কোনো দেশেরই লাভ হচ্ছে না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, আলাপ-আলোচনা করেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশের মতো ভাটির দেশগুলোর নির্দিষ্ট অধিকার সমুন্নত রাখতে চাওয়ার অধিকার থাকার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আমরা আমাদের অধিকার চাই। তিস্তা নদী বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকার অনুষঙ্গ। এ নদীর পানিতে দেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ উদ্যোগই দেখতে চান দেশবাসী। একই সঙ্গে গঙ্গাসহ অভিন্ন সব নদীর পানিবণ্টনেও উদ্যোগী হতে হবে।

আমরা চাইবো বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যেভাবে বাংলাদেশ আর দেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো, তেমনীভাবে স্বাধীন দুটি দেশের মধ্যকার সৌহার্দ্য-সম্প্রতি আর সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে ভারত বাংলাদেশের পাশে থাকবে। পানি আর সীমান্ত সমস্যা সহ সকল সমস্যার সমধানে ভারত অগ্রনী ভূমিকা রাখবে।

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের রঙ বদল!

'লজ্জা-ঘৃণা-ভয়/তিন থাকতে নয়' প্রবাদের প্রতিফলন ঘটেছে দেশের গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতায়। এখন প্রবাদটি হয়েছে 'লজ্জা-ঘৃণা-ভয়/গণমাধ্যম সাংবাদিকতায় এই তিন থাকতে নয়'। রাজনৈতিক পালাবদলে এখন দেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের বিশাল অংশ গিরগিটির মতো রঙ বদলাতে শুরু করেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শেষ দিন (৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পলায়ন) পর্যন্ত যে গণমাধ্যমগুলো হাসিনা রেজিমের পক্ষে ছিল; ছাত্র-জনতার আন্দোলনে উষ্মা প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, পুলিশ বাহিনীকে 'দানবে পরিণত' করতে শেখ হাসিনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে; এমনকি হাসিনার পতনের পর ভারতীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন, জুডিশিয়াল ক্যু, ১৫ আগস্ট ১০ লাখ লোকের ঢাকায় অবস্থান এমনকি আনসারের সচিবালয় ঘেরাও নিয়ে 'পজেটিভ খবর' প্রচার করেছে; তারা এখন রঙ পাল্টাতে শুরু করেছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে 'ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ওপর নির্যাতন না করার' আহবান জানিয়ে শতাধিক নোবেল বিজয়ী বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তি খোলা চিঠি দিয়েছিল শেখ হাসিনার কাছে; ওই খোলা চিঠিকে 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ' দাবি করে কয়েকশ' ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়। পুলিশ-বিজিবির গুলিতে হাজারো ছাত্র-জনতার কেউ চোখ হারিয়েছে, কেউ পঙ্গু হয়েছেন। রাজপথ ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে এবং প্রতিদিন মৃত্যের তালিকা বাড়ছে অথচ কিছু গণমাধ্যম নামের প্রচারমাধ্যম টকশোতে এবং সাংবাদিকতার নামে শেখ হাসিনাকে উস্কে দিয়ে পুলিশ বাহিনীকে দানবের মতো গুলি করে মানুষ হত্যার মন্ত্রণা দেয়। টিভির টকশোতে আন্দোলন ঠেকাতে সরকারকে আরো কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে সম্পাদকদের সংলাপে ছাত্রনেতারা প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও টিভি মিডিয়াগুলো আন্দোলনে সমর্থন দেয়নি বলে জানিয়েছেন। ওই মতমিনিময়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া তার বক্তব্যে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'জুলাইয়ের কঠিন সময়ে যখন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন প্রিন্ট মিডিয়াই ছিল নির্ভরতার জায়গা। অনেক দূর হেঁটে পর্যন্ত প্রিন্ট পত্রিকা সংগ্রহ করেছি।' অথচ হাসিনার তাঁবেদার ওই গণমাধ্যমগুলো এখন অন্তর্বর্তী সরকারের লোক হিসেবে জাহির করছেন। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর যেন খারাপ আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দাবি করেছেন তিনি সংকটের সুরাহা করার এবং শেখ হাসিনাকে গণহত্যা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। একই ধরনের কথা বলেছেন সালমান এফ রহমান। তাদের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা নিজের কিছু পছন্দের ব্যক্তি এবং গণমাধ্যমের কিছু দলদাসকে নিজের লোক হিসেবে মনে করতেন এবং তাদের উস্কানিমূলক কথাবার্তাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। ফলে গণমাধ্যমে দলদাস সাংবাদিকরা কী জুলাই-আগস্টের গণহত্যার দায় এড়াতে পারেন? সালমান এফ রহমান, আনিসুল হক, টিপু মুনশিরা তো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিজেরা গুলি চালাননি। গুলি চালানোর জন্য পুলিশকে নির্দেশনাও দেননি। এমনকি লুটেরা এস আলম গ্রুপের সাইফুল আলম, ওরিয়নের ওবায়দুল করিম, সামিটের আজিজ গংরা পুলিশকে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালানোর নির্দেশনা দেয়নি। তারা রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যাংক লুট করেছেন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশে টাকা পাচার করেছেন। তারা যে অপরাধ করেছেন সে বিচার হবে আইনি প্রক্রিয়ায়। কিন্তু কিছু টিভি মিডিয়ায় বিশেষ করে আওয়ামী লীগ রেজিমে যারা লাইসেন্স পেয়ে কর্পোরেট হাউজে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা টকশো ও

যে ৫০ জন সম্পাদক প্রতিবাদী বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং তা গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়; সেই সম্পাদকরাও এখন গিরগিটির মতো রঙ বদল করে অন্তর্বর্তী সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে 'আমরা তোমাদের লোক' প্রমাণে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যারা শেখ হাসিনাকে গত জুলাই-আগস্টে গণহত্যায় ইন্ধন দিয়েছে, দীর্ঘ ১৫ বছর 'নির্বাচন নির্বাচন খেলা'র পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে হাসিনাকে সহায়তা করেছে, কোটাবিরোধী আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা করে টিভির টকশো এবং গণমাধ্যমে সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখেছেন, পতিত হাসিনার সুরে সুর মিলিয়ে ড. ইউনূসের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে 'সুদখোর' তকমা দিয়েছেন, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন; তারা এখন নতুন সরকারের সবকিছুতেই সামনের কাতারে। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সবকিছুতেই তারা সামনের কাতারে থেকে বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন, নীতি কথা শুনিয়ে ছবক দিচ্ছেন। এমনকি সরকারি বিজ্ঞাপন কব্জা করতে ডিএফপির মিডিয়া তালিকায় সামনে থাকার কায়দা-কসরত করছেন। 'গায়ে মানে না আপনে মোড়ল' প্রবাদের মতোই বক্তব্য-বিবৃতি এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে অন্তর্বর্তী সরকারকে উপদেশ দিচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে গণমাধ্যমের এই গিরগিটিদের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে কি কোনো ভূমিকা আছে? এক কথায় উত্তর নেই। এরা শেখ হাসিনা ও ভারতকে খুশি করতেই মহাব্যস্ত ছিল এবং সব সময় নিজের বুদ্ধিবিবেককে সে কাজে লাগিয়েছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে কোটা আন্দোলন করে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় ছাত্র আন্দোলনে জনতা অংশ নেয়ার পর শেখ হাসিনা বর্তমান প্রেসিডেন্টকে ব্যবহার করে সেনাবাহিনী নামিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করে। এ সময় আন্দোলন ঠেকাতে নির্বিচারে ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়। প্রকাশ্যে ছাত্র-জনতাকে গুলি করে হত্যা, হেলিকপ্টার থেকে গুলি, স্নাইপার দিয়ে গুলি, ব্রাশ ফায়ার কিছু না করা হয় সে দাবি জানাচ্ছেন। একাত্তর টিভির ফারজানা রুপা ও শাকিল আহমেদ নামের দু'জন সাংবাদিক হত্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন। নাসির হাসান রিয়াদ নামের এক ছাত্র হত্যার বিচার চেয়ে তার পিতার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ২৯ আগস্ট দায়ের করা মামলায় অর্ধশত আসামির মধ্যে ২৯ জন সাংবাদিকের নাম রয়েছে। এ নিয়ে গণমাধ্যম-সাংবাদিক-সম্পাদক-সুশীল-বুদ্ধিজীবীদের উদ্বেগের শেষ নেই। অথচ ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই কুষ্টিয়ার আদালত প্রাঙ্গণে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে রক্তাক্ত করার পরও সাংবাদিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এরা উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। ছাত্রলীগ-যুবলীগের পাণ্ডারা ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর রংপুর আদালত চত্বরে দৈনিক ইত্তেফাকের এক সময়ের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে নাজেহাল করলেও এই সুশীল-সাংবাদিকদের বিবেক নাড়া দেয়নি। তখন এরা গণভবনে শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে তোষামোদির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। হাসিনার শাড়ি-ব্লাউজ আর পিঠাপুলির প্রশংসা করেছেন। শেখ হাসিনার পেঁয়াজ ছাড়া পিঁয়াজু, কুমড়া দিয়ে বেগুনি, কাঁচামরিচ ফ্রিজে রেখে খাওয়ার উক্তির প্রশংসা করেছেন। পুরান ঢাকার দর্জি বিশ্বজিৎ হত্যা বা বুয়েটের আবরার ফাহাদ হত্যা এদের হৃদয়ে নাড়া দিতে পারেনি।

শেখ হাসিনা দেশ শাসনের নামে ১৫ বছর যে নিষ্ঠুরতা করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বুধবারও বিদেশি গণমাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস হাসিনার অপকাণ্ড ও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরেছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর তার মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য, তার একজন উপদেষ্টা, এমপি এবং গণহত্যার নির্দেশ পালন করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের আদালতে তুলে পর্যায়ক্রমে রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে। রিমান্ডে তারা পরিস্থিতি তুলে ধরছেন। তাদের বক্তব্য হলো শেখ হাসিনা উপদেষ্টা-মন্ত্রী কারো কথাই শুনেননি। সাবেক সংবাদ প্রচারের নামে প্রতিদিন শেখ হাসিনাকে উস্কিয়েছেন। কোটাবিরোধী আন্দোলন ঠেকানোর জন্য শেখ হাসিনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদের ইন্ধনেই শেখ হাসিনা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেন এবং পুলিশ বাহিনীকে দানবে পরিণত করে ছাত্র-জনতাকে রাজপথ থেকে হটাতে গুলি চালানোর নির্দেশনা দেন। ফলে গুলি করে, ব্রাশফায়ার করে, স্নাইপার দিয়ে বহুদূরে গুলি করে শত শত ছাত্র-জনতা হত্যা করা হয়। সাংবাদিকতার নামে এতগুলো মানুষকে হত্যার এই উস্কানিদাতারা দায় এড়াবেন কিভাবে? অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সুযোগ সন্ধানী এই মুজিববাদী সাংবাদিক নামধারী তোষামোদকারীরা দেশের গণমাধ্যমকে কলুষিত করেছেন। গণমাধ্যমের চরিত্রই পাল্টে দিয়েছেন। এদের অপসাংবাদিকতার কারণে গণমাধ্যমের বদলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর প্রতি মানুষ ঝুঁকছে। দালাল শ্রেণির এই সাংবাদিকরা ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের পাতানো নির্বাচনের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে জনগণের ভোটাধিকার হরণে শেখ হাসিনাকে সহায়তা করেছেন। বিনিময়ে নিজেরা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কেউ প্লট, ফ্ল্যাট নিয়েছেন, কেউ তদবির বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন, কেউ কেউ আবার বিভিন্ন কর্পোরেশন, দূতাবাস, সেক্টর, ব্যাংক-বীমার মালিক হয়েছেন। কেউ সরকারি প্রতিষ্ঠানের পদ-পদবি এবং বিশ্ববিদ্যারয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে অর্থসম্পদ লুট করেছেন। দেশের বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক এখনো অর্থাভাবে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারেন না। অথচ এরা হাসিনার ১৫ বছরে কেউ দশ, বিশ কোটি এবং শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। এই নীতিহীন, আদর্শহীন, চরিত্রহীন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে গণহত্যা করে শেখ হাসিনা পালানোর পর যে সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা হয়েছে তারা কী ধোয়া তুলসি পাতা! তারা যদি অপরাধে জড়িত না থাকে তাহলে তো এমনিতেই তদন্তে তাদের নাম বাদ যাবে। চিন্তার কি আছে?

গিরগিটির মতো রঙ বদলানো সাংবাদিক-সম্পাদকদের মতো কিছু তথাকথিত *(বাকি অংশ বাঁ পাশে)*

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের রঙ বদল!

(ডান পাশের অংশ থেকে) বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, এনজিও কর্মী কয়েজন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা ও সাংবাদিক দম্পতিকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ করছেন এবং মানবাধিকার প্রসঙ্গ সামনে আনছেন। প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ করে গণমাধ্যম, দালাল সাংবাদিকদের মানবাধিকার নিয়ে এত মায়াকান্নার নেপথ্যের রহস্য কি? দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেয়া পলাতক হাসিনার তল্পিবাহক সাংবাদিকদের কেবল মানবাধিকার আছে অন্যদের নেই? ২০১৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, রাষ্ট্রচিন্তক ড. মাহবুবউল্লাহকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছিল ছাত্রলীগ। একজন বুদ্ধিজীবীকে রক্তাক্ত করা কী এই সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীলদের বিবেক নাড়া দিয়েছিল? ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে শাপলা চত্বরে পুলিশের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় কওমী মাদরাসার অসংখ্য গরিব শিক্ষার্থীকে হত্যা করা হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এই খবর মাসের পর মাসজুড়ে শিরোনাম হয়েছে। পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ সেনা হত্যাকান্ড নিয়ে এদের প্রাণ কাঁদেনি। ২০২১ সালের মার্চ মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের প্রতিবাদে আলেম সমাজ মিছিল করেছিল। এ সময় তাদের ওপর যেভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করা হয় তা বর্ণনাতীত। এসব ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে বলে মুখচেনা সুশীল-বুদ্ধিজীবীরা হাসিনা রেজিমের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তোলার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমনকি ইনকিলাব অফিসে তালা ঝুলিয়ে ছাপানো বন্ধ করা (প্রায় এক মাস পর আদালত পত্রিকা খুলে দেয়), সম্পাদক-সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা, আমার দেশ, দিগন্ত টিভি, দৈনিক দিনকাল, ইসলামী টিভিসহ কয়েকটি গণমাধ্যম বন্ধ করে দেয়ায় হাজার হাজার মিডিয়াকর্মী বেকার হয়ে বছরের পর বছর মানবেতর জীবনযাপন করেছে। তাদের জন্য মুখচেনা এই সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সুশীলদের প্রাণ কাঁদেনি। বরং ওই সব গণমাধ্যম বন্ধের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে টকাশো প্রচার করা হয়েছে। মুখচেনা সাংবাদিক-সুশীলদের প্রাণ কাঁদছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যায় ইন্ধন দেয়া তথাকথিত দালাল সাংবাদিক ও বৈধ-অবৈধপথে উপার্জিত অর্থ রক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত কর্পোরেট হাউসগুলোর মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলোর জন্য! ২০১৭ সালের জুলাই মাসে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, কলামিস্ট ফরহাদ মজহারকে অপহরণ করা হয়েছিল। খুলনার একটি সীমান্ত দিয়ে তাকে ভারতে পাচারের চেষ্টার সময় তাকে র‍্যাব উদ্ধার করে। ফরহাদ মজহারকে উদ্ধারের পর সাংবাদিকতার নামে তাকে (একাত্তর টিভি ও সময় টিভি) উল্টো প্রশ্ন করে আপনি নিখোঁজ হলেন কেন? এত জায়গা থাকতে আপনাকে কেন ভারতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়? নাকি নিজেই নিখোঁজ হয়ে প্রচারণায় এলেন? এসব প্রশ্ন কী কোনো সাংবাদিকতার পর্যায়ে পড়ে?

ড. ইউনূসকে নাজেহাল না করার আহবান জানিয়ে বিশ্বের শত নোবেল বিজয়ীসহ আন্তর্জাতিক নেতাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া 'খোলা চিঠির' প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেয়া ৫০ জন সম্পাদকের অনেকেই দেখা গেল যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সম্পাদকদের মতবিনিময় অনুষ্ঠানে। যমুনায় ড. ইউনূসের সামনে তারা কত হাসিখুশি সাবলীল। গ্রিসের রাজা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট প্রায় দুই হাজার বছর আগে ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে তার সেনাপতি সেলুকাসকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!' এখন দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সুবিধাবাদী গণমাধ্যম ও সুবিধাবাদী সাংবাদিকদের তৎপরতা দেখে বলতে ইচ্ছে করে 'বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার বিচিত্র কী রূপ'।

কোন পথে এগোবে বাংলাদেশ

জাহীদ রেজা নূর

যে সংবিধান সরকারকে একনায়ক করে তুলবে না, সেই রকম আশাপ্রদ কিছু হতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারগুলো যেন তাতে থাকে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান ড. ইউনূস বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই, সবার সমান অধিকার'। এ কথাটা সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু সব ধর্মের মানুষ সমান সুযোগ ভোগ করার পাশাপাশি সব ধর্মের মানুষ সমান নিরাপত্তা পাচ্ছে কি না, সেটাও দেখার বিষয়।

না বুঝে কিছু বলার চেয়ে ঘটনা যা ঘটছে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা ভালো। পরিবর্তন কী হচ্ছে, কতটা হচ্ছে, আদৌ হচ্ছে কি না, সেই সব প্রশ্ন নিয়ে এখনই বিতর্ক করার সময় আসেনি। কেবল তো ক্ষমতা হাতে নিল অন্তর্বর্তী সরকার। সত্যিই এমন কোনো সংস্কার করা সম্ভব কি না, যাতে ক্ষমতাসীন কেউ স্বৈরাচার হয়ে উঠতে না পারে, সেদিকে গণ-অভ্যুত্থানকারী চালিকাশক্তির চোখ থাকবে নিশ্চয়ই। নইলে 'থোড় বড়ি খাড়া-খাড়া বড়ি থোড়ের' গাড্ডায় পড়ে যাবে দেশ।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর থেকে নানা ঘটনা ঘটে চলেছে। যখন যা ঘটছে, তা নিয়ে তৎক্ষণাৎ আলোচনা-সমালোচনা শুরু হচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ ঘটনার বিষয়ে তাঁদের বিশ্লেষণ প্রকাশ করছেন। প্রায় সবার হাতেই স্মার্টফোন থাকায় এবং সেই ফোনে ইন্টারনেট থাকায় অনেকেই ইউটিউব, ফেসবুক বা অন্য কোনো মাধ্যমে ঘটনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। কনটেন্টগুলোর কোনো কোনোটিতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়েও কোনো ঘটনা 'রচনা' করতে দেখা যাচ্ছে। ফলে ঘটনার সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

ওলট-পালট সময় ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই স্থিত হবে, সেটাই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু কেউ কেউ ইতিমধ্যে নিজেদের ক্ষমতা দেখাতে শুরু করেছেন। প্রশাসনে যে অদলবদল হচ্ছে, তাতে বঞ্চিত যোগ্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি অযোগ্য, অদক্ষরাও ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছেন। পেট্রোবাংলার একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ২০তম গ্রেডের কয়েকজন কর্মচারীকে এক লাফে নবম গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। কোন ক্ষমতাবলে এ রকম অসাধ্য সাধন হলো, তা এক বিরাট বিস্ময়। কেউ সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড এই গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটের সঙ্গে যায় না। সংবাদটি সত্য হলে এখনই এর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। নইলে জনগণের কাছে ভুল বার্তা যাবে। জনগণ মনে করবে, দখল-বেদখলের রাজনীতিই বুঝি ফিরে এল আবার।

পরিবহন খাতে চাঁদাবাজির হাতবদল হয়েছে মাত্র। ১৫ বছর যারা বুভুক্ষু ছিল, তারাই এখন চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রক হয়ে বসছে সর্বত্র। দলীয়করণ ও চাঁদাবাজি যেন আর না চলে, সেটাও তো চেয়েছে ছাত্র-জনতা। কিন্তু পরিবহন খাতে এই আলামত মোটেই স্বস্তি দিতে পারছে না কাউকে। অন্যদিকে আদালত প্রাঙ্গণে আসামিদের সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে, সেগুলোকে জনরোষ নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে, কিন্তু সেখানে জনতা কোথায়? সেখানে মূলত বিএনপি দলীয় আইনজীবীরাই উপস্থিত থেকে আটক আওয়ামী লীগের মন্ত্রী বা নেতাদের গায়ে ছুড়ে মারছেন পচা ডিম। কেউ কেউ পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই আটক ব্যক্তির শরীরে হাত তুলছেন। বিচারপতি মানিকের কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে, এরই আলোকে ন্যায়সংগত বিচার হতে হবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, সেটা কোনো সভ্য আচরণ নয়। আর হরে-দরে সবার নামে হত্যা মামলা দিয়ে মামলাগুলোকেই করে ফেলা হচ্ছে জোলো, মেরিটহীন। সালমান এফ রহমান স্টক এক্সচেঞ্জের বারোটা বাজিয়েছেন, ঋণ নিয়ে তেলেসমাতি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হলে তো এসব বড় অনাচারের ব্যাপারেই হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একসময় এই অদ্ভুত মামলাগুলো নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। বলা হবে, তাহলে পরিবর্তনটা কোথায় হলো? সেই মামলাবাজির মধ্যেই কি ঢুকে যাচ্ছি আমরা? এসব জায়গায় পরিবর্তনের ছোঁয়া একেবারেই লাগেনি। বরং ক্ষমতাশালী কাউকে কাউকে বলতে শোনা গেছে, 'আওয়ামী লীগ আমলেও তো এসব ঘটনা ঘটেছিল, তার বেলা?' আওয়ামী আমলে সে রকম ঘটনা ঘটেছে বলেই তো তা প্রতিরোধ করাটা এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত। একই কাণ্ড যদি এখনো ঘটতে থাকে, তাহলে পরিবর্তনটা কী হলো?

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো নিয়ে। ফেসবুকে অথবা ইউটিউবে এই উন্মত্ততার যে চিত্র দেখা গেছে, তা কোনো শুভারম্ভের ইঙ্গিত দেয় না। শিক্ষককে অসম্মান করে যারা মজা পেয়েছে, তারা আর যাই হোক, শোভন আচরণ করেনি। শিক্ষকদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করার মাধ্যমে তারা নিজেদের সম্মানও ক্ষুণ্ন করল কি না, সেই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? শিক্ষক লাঞ্ছনার ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিবিসিতে প্রচারিত একটি ভিডিও প্রতিবেদনে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়েছে।

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করানোর নামে যে অরাজকতা চালাল, তাতে সংস্কারপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হলো। এটাকে বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বা ক্রোধ বলে চালানো যাবে না। এর জন্য লজ্জা পেতে হবে পুরো জাতিকে।

১৫ বছরের শাসনামলে সবকিছুর দলীয়করণ এবং আকাশপ্রমাণ দুর্নীতির যে পরিচয় আওয়ামী লীগ রেখে গেছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে, যে অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই অঙ্গীকার রক্ষা করেছে ক্ষমতায় বসা কোন শাসক দল? আওয়ামী লীগ? বিএনপি? বিএনপি-জামায়াত? জাতীয় পার্টি? যে যত কম সময় ক্ষমতায় থেকেছে, সে তত ছোট স্বৈরাচার আর যে যত বেশি সময় ক্ষমতায় থেকেছে, সে তত বড় স্বৈরাচার হয়েছে। এ তো দিবালোকের মতোই সত্য। প্রতিটি আমলের অনাচার নিয়ে একগাদা প্রমাণ রয়েছে বই-পুস্তকেই। সেসব পড়ে নিলেই আমাদের রাজনীতির মূল সমস্যাটা পরিষ্কার ধরা যাবে।

শঙ্কা থাকে, যদি রাজনীতির এই চরিত্রের পরিবর্তন না হয়, তাহলে অপশাসনের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে। ক্ষমতার শুধু পালাবদল হবে, নতুন কিছু হবে না। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখবে মানুষ, সেই স্বপ্নের সমাধিও রচিত হবে।

কিন্তু দেশের জনগণ তো আবার কোনো নতুন স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায় না। তারা চায় সুখে-শান্তিতে অন্তত ডাল-ভাত খেয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে। সেই জীবনের কি আভাস পাওয়া যাচ্ছে কোথাও? বাংলাদেশে সব ধর্মের মানুষ নিশ্চিন্তে বসবাস করবেড়এমন নিশ্চয়তা কি সত্যিই মনে শক্তি দিতে পারছে? এর জন্য দরকার রোডম্যাপ।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো নিয়ে। ফেসবুকে অথবা ইউটিউবে এই উন্মত্ততার যে চিত্র দেখা গেছে, তা কোনো শুভারম্ভের ইঙ্গিত দেয় না। শিক্ষককে অসম্মান করে যারা মজা পেয়েছে, তারা আর যাই হোক, শোভন আচরণ করেনি। শিক্ষকদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করার মাধ্যমে তারা নিজেদের সম্মানও ক্ষুণ্ন করল কি না, সেই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? শিক্ষক লাঞ্ছনার ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিবিসিতে প্রচারিত একটি ভিডিও প্রতিবেদনে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়েছে।

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করানোর নামে যে অরাজকতা চালাল, তাতে সংস্কারপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হলো। এটাকে বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বা ক্রোধ বলে চালানো যাবে না। এর জন্য লজ্জা পেতে হবে পুরো জাতিকে।

১৫ বছরের শাসনামলে সবকিছুর দলীয়করণ এবং আকাশপ্রমাণ দুর্নীতির যে পরিচয় আওয়ামী লীগ রেখে গেছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে, যে অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই অঙ্গীকার রক্ষা করেছে ক্ষমতায় বসা কোন শাসক দল? আওয়ামী লীগ? বিএনপি? বিএনপি-জামায়াত? জাতীয় পার্টি? যে যত কম সময় ক্ষমতায় থেকেছে, সে তত ছোট স্বৈরাচার আর যে যত বেশি সময় ক্ষমতায় থেকেছে, সে তত বড় স্বৈরাচার হয়েছে। এ তো দিবালোকের মতোই সত্য। প্রতিটি আমলের অনাচার নিয়ে একগাদা প্রমাণ রয়েছে বই-পুস্তকেই। সেসব পড়ে নিলেই আমাদের রাজনীতির মূল সমস্যাটা পরিষ্কার ধরা যাবে।

শঙ্কা থাকে, যদি রাজনীতির এই চরিত্রের পরিবর্তন না হয়, তাহলে অপশাসনের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে। ক্ষমতার শুধু পালাবদল হবে, নতুন কিছু হবে না। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখবে মানুষ, সেই স্বপ্নের সমাধিও রচিত হবে।

সংকট উত্তরণের রোডম্যাপ যত দ্রুত দেওয়া যাবে, ততই জনগণ বর্তমানে ঘটতে থাকা ঘটনাবলির সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারবে। বুঝতে পারবে, এই সরকার কতটা আন্তরিক। রোডম্যাপ অনুযায়ী তারা যদি সংস্কারকাজ করতে পারে, তাহলে কিছুটা হলেও আশা আছে। সংবিধান নিয়ে নতুন করে ভাবা হচ্ছে। যে সংবিধান সরকারকে একনায়ক করে তুলবে না, সেই রকম আশাপ্রদ কিছু হতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারগুলো যেন তাতে থাকে। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. ইউনূস বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই, সবার সমান অধিকার'। এ কথাটা সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু সব ধর্মের মানুষ সমান সুযোগ ভোগ করার পাশাপাশি সব ধর্মের মানুষ সমান নিরাপত্তা পাচ্ছে কি না, সেটাও দেখার বিষয়। আমাদের দেশে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ধর্মীয় হানাহানির ক্ষেত্র তৈরি করার প্রবণতা আছে তাদের মধ্যে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় এরাও সেই আন্দোলনে ঢুকে পড়েছে। এদের দিকে রাখতে হবে সতর্ক খেয়াল। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না।

যত দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক নির্বাচন হয়েছে, তত দিন পর্যন্ত দেখা গেছে দেশের মানুষের বড় একটা অংশ মূলত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির রাজনীতিকে সমর্থন করে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে জাতীয় পার্টির প্রতি জনসমর্থন আছে। ইসলামি দলগুলো সেভাবে হালে পানি পায়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইসলাম ভাঙিয়ে খাওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে বাংলার প্রবল প্রতিবাদ দিয়েই কেবল তার ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল মূলত বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। সেই আন্দোলনও ইসলামবিরোধী তকমা এঁটে দিয়েছিল ধর্মব্যবসায়ীরা। সংবিধানে পরিবর্তন আনতে গিয়ে সে কথাগুলো মনে রাখা দরকার।

দুঃখের ব্যাপার হলো, ৩০ লাখ মানুষের আত্মদানের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেলেখেলা খেলেছে। মুখে বলেছে মুক্তিযুদ্ধের কথা, দৃশ্যত করেছে লুটপাট। দলীয়করণকে করে তুলেছে শিল্প। 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রবাদ স্মরণে রেখে স্ফীত করেছে ব্যাংক ব্যালান্স। ভাবা যায়, ক্ষমতাসীন দলের ডাকসাইটে নেতাদের মুখেও শোনা গেছে 'যদি দল ক্ষমতাচ্যুত হয়, তাহলে পিঠের চামড়া থাকবে না'! কেন পিঠের চামড়া থাকবে না? দেশ পরিচালনা করার সময় কী এমন করা হয়েছে, যার উপহারস্বরূপ দেশের মানুষ তাদের পিঠের চামড়া খুলে নেবে?

এই পিঠের চামড়া খুলে নেওয়ার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। জনগণ যাদের ভোট দেবে, তারা ক্ষমতায় যাবে এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করবে। জনগণ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলে আবার তারা ক্ষমতায় আসবে, নইলে যেকোনো সভ্য দেশে পরিচালিত নির্বাচনের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে অন্য দলের হাতে ক্ষমতা দেবে। নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি হবে আনন্দময়, উৎসবমুখর। বিরোধী দলের তাতে অংশগ্রহণ থাকবে স্বতঃস্ফূর্ত।

সামনে অবারিত পথ। অসংখ্য পথ। কোন পথে এগোবে বাংলাদেশ, দেখা যাক।

গণভবন-সংসদ ভবনের লুট হওয়া অস্ত্রের

(প্রথম পাতার পর) পর গণভবনের দায়িত্বে থাকা এসএসএফ সদস্য পালিয়ে যাওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সময় পেয়েছিলেন। ফলে অস্ত্র ও গোলাবারুদ তারা নিতে পারেননি। বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্টিক্যাল গিয়ার, অস্ত্র, গোলাবারুদ, সাজসরঞ্জাম, বেতার যোগাযোগ ও অপারেশনাল সরঞ্জামাদির মজুত ছিল এসএসএফের। কিন্তু, হাতে সময় একদমই না থাকায়, এসব ফেলে শুধু নিজেদের সঙ্গে থাকা ছোট আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিভিন্নভাবে গণভবন থেকে সংসদ ভবনে গিয়ে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন তারা। জনতা যখন সংসদ ভবনেও ঢুকে পড়ে, তখন এসএসএফ সদস্যরা দ্রুত নিজেদের অস্ত্র ও পোশাক খুলে সংসদ ভবনের ভল্টে রেখে সাধারণ পোশাকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মিশে প্রাণরক্ষা করেন। পরবর্তীকালে পরিদর্শন করে গণভবন ও সংসদ ভবনে থাকা ভল্টগুলো আর পাওয়া যায়নি। অত্যাধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল, স্নাইপার রাইফেল, ফ্ল্যাশব্যাং গ্রেনেড, অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম, বেতার যোগাযোগের ডিভাইস ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ খোয়া গেছে, যার মূল্য ৫ কোটি টাকারও বেশি। গণভবনে এসএসএফের স্থাপিত অপারেশন রুমে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার জন্য দুটি অত্যাধুনিক ভল্ট স্থায়ীভাবে স্থাপন করা ছিল, যার প্রতিটির ওজন ১০০ কেজি। একটি ভল্টে দুটি এসএমজি টি-৫৬ রাইফেল ছিল এবং অপর ভল্টে ৯ হাজার ৪৯৮ রাউন্ড তাজা গুলি ছিল। দুর্বৃত্তরা ঐ ভল্ট দুইটি নিয়ে যায়।

পুলিশ সদর দফতর সূত্র জানায়, ঐ সময় ৫ হাজার ৮১৭টি আগ্নেয়াস্ত্র খোয়া যায়। এর মধ্যে ১ হাজার ৮৯০টি অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। যদিও গত চার দিনে যৌথ অভিযান ৫৩টি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে রিভলভার দুটি, পিস্তল ১৮টি, রাইফেল দুটি, শটগান ১১টি, পাইপগান একটি, শুটারগান ছয়টি, এলজি তিনটি, বন্দুক তিনটি, একে-৪৭ একটি, গ্যাসগান একটি, চাইনিজ রাইফেল একটি, এয়ারগান একটি ও এসবিবিএল তিনটি। গ্রেফতার হয়েছেন ২৫ জন।

এসব আগ্নেয়াস্ত্র সাধারণ মানুষের কাছে থাকা কতটা নিরাপদ? এমন প্রশ্নে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক নুরুল হুদা বলেন, ‘অবৈধ কোনো আগ্নেয়াস্ত্র সাধারণ মানুষের কাছে থাকা ঠিক না। এর কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে কোনো সময় অবনতি হতে পারে। এই মুহূর্তে সরকারের কাজ হবে এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে মনোযোগ দেওয়া। পাশাপাশি যেসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা পালিয়ে গেছেন তাদের গ্রেফতার করতে হবে।’

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মাইনুল হাসান বলেন, ‘এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের জন্য যৌথ বাহিনীর অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এই যৌথ অভিযানে পুলিশ ছাড়াও সশস্ত্র বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, র‍্যাব ও আনসার সদস্যরা অংশ নিচ্ছেন। তবে যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ খোয়া গেছে, সেগুলো উদ্ধার করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা চেষ্টা করছি।’

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের বন্যার্তদের ১৫ লক্ষ টাকার অনুদান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী সংগঠন নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর উদ্যোগে বাংলাদেশের বন্যা উপদ্রুত এলাকার মানুষদের সাহায্যের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছিলো। নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসুলেট অফিসে ছোট আয়োজনের নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার মাধ্যমে সমুদয় অর্থ বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার রিলিফ ফান্ডে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কন্সাল জেনারেল জনাব নাজমুল হাসান ও চ্যান্সেলর ও হেড অফ চ্যান্সারী ইশরাত জাহান। মানবিক এই কাজের জন্য তারা প্রত্যেকেই নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন কে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত আয়োজনে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন এর সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল ও সাধারণ সম্পাদক আসাদ জামান, বাবুল দেওয়ান, মিলন মোল্লা, ইউসুফ বিজু সহ সংগঠনের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নেপালি ছাত্রীকে গুলি করে হত্যা

(শেষ পাতার পর) আছে বলে অজ্ঞাত একটি নম্বর থেকে কল করে তাদের জানানো হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

এই ঘটনার দুদিন পর পুলিশ ওই অ্যাপার্টমেন্টের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ববি সিং শাহকে সন্দেহভাজন ঘাতক হিসেবে শনাক্ত করে। পরে তার একটি ছবি প্রকাশ করা হয়। পুলিশ বলেছে, সেদিনই হিউস্টনের একটি ট্রাফিক পয়েন্ট থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মুনা পান্ডের সৎকার ও তার মাকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার অর্থ সংগ্রহের জন্য অনলাইন ওয়েবসাইট গোফান্ডমিতে পেইজ চালু করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার জন্য ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান মুনা। সেখানে হিউস্টনের কমিউনিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। গত কয়েক দিন ধরে তার মা অনলাইনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন।

হিউস্টনে বসবাসরত নেপালি এক নাগরিক বলেন, মুনার ফোন সব সময় অনলাইনে ছিল বলে জানিয়েছেন তার মা। রোববার রাতের পর ফোন অফলাইনে পাওয়া যায়। মুনার শরীরে তিনটি গুলির ক্ষত পাওয়া গেছে। তার মরদেহ বিছানায় পড়ে ছিল। এ হত্যাকাণ্ড কীভাবে ঘটেছে, তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে।

মুনা পান্ডে তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান বলে জানিয়েছেন নেপালি ওই নাগরিক। গোফান্ডমিতে এখন পর্যন্ত ৩০ হাজার মার্কিন ডলার সহায়তা পাওয়া গেছে। এই অর্থ মুনার সৎকার ও তার মাকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার কাজে ব্যয় করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অধ্যক্ষ সুলতান কবির চুনু'র দাফন সম্পন্ন

(শেষ পাতার পর) রাজেউন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ ছেলে এবং দুই ভাই সহ অসংখ্য আত্মীয় রেখে গেছেন। হাজারো মুসল্লির উপস্থিতিতে শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) বাদ জুম্মা তার জানাজার নামায অনুষ্ঠিত হয়। ওজন পার্কের মসজিদ আল আমান প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত জানাজায় ইমামতি করেন মরহুমের বড় ছেলে ইমরান কবির। মরহুম চুন্নু মসজিদ আল আমানের দুই বারের নির্বাচন কমিশনার এবং ট্রাস্টি বোর্ডের উপদেষ্টা ছিলেন। পরদিন শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় তার মরদেহ লং আইল্যান্ড ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

জুড়ী উপজেলা প্রবাসী বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: প্রবাসী জুড়ী উপজেলাবাসীদের বনভোজন ও মিলন মেলা গত ১ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে সকাল থেকে এ মিলনমেলায় মানুষের ঢল নামে এবং এতে মহিলাদের উপিস্থিতি ছিল লক্ষনীয় ও বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা আয়োজন করা হয়। বনভোজনের আহ্বায়ক আবুল খায়ের মজনুর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন এর পরিচালনায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তাকে সহযোগিতা করেন জালাল আহমেদ চৌধুরী।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জুড়ী ও কুলাউড়ার সাবেক সংসদ সদস্য এমএম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক নওশদ আহমেদ, আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহিদ মিন্টু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, সহ-সাধারণ সম্পাদক হেলিম উদ্দিন, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান সাবু, প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহি উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ছমীর উদ্দিন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক কোষাধক্ষ্য পংকি মিয়া ও মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী জগলু, জকিগঞ্জ সমিতি ও ওজনাপার্ক আল আমান মসজিদের সাবেক কমিশনার নজরুল ইসলাম, রাজনগরের উত্তরবাগ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মজনুর রহমান চৌধুরী, পূর্ব জুড়ী ইউনিয়উনের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ সমিতির সভাপতি এবাদ চৌধুরী, মদিনা মসজিদের সেক্রেটারী জালাল উদ্দিন, বিশ্বনাথ সমিতির সাবেক সভাপতি মনির আহমেদ, ইউনাইটেড হেলথ ইন্সুরেন্সের কবীর আহমেদ, মৌলভী বাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি হাজী ফজলুর রহমান, সেক্রেটারী মিজানুর রহমান, উপদেষ্টা মাশুক মিয়া, উপদেষ্টা রকিব আলী, সাবেক সেক্রেটারী শাহান খান, মৌলভীবাজার জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, বর্তমান সভাপতি শোহান আহমেদ টুটুল, সহ-সভাপতি সৈয়দ কাশেম, সেক্রেটারী সৈয়দ রুহেল, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি জাবেদ উদ্দিন, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়মীলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান, সেক্রেটারী শাহীন আজমল, এডভোকেট সৈয়দ জুনেল আহমেদ, জামাল আহমেদ, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটি সভাপতি আব্দুস সামাদ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান, বড়লেখা সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুল খালিক, সাবেক সভাপতি আজম হোসেন চৌধুরী সায়ের, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, সাবেক কোষাধক্ষ্য নিয়াজ উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, ফরিদ উদ্দিন, কয়েছ আহমেদ, এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, নাজমুল হক বকুল, কুলউড়া সমিতির সাবেক সভাপতি শাহেদ চৌধুরী, তারা মিয়া, ফজলু মিয়া, হাজ্বী সিরাজ উদ্দিন প্রমুখ।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জুড়ী উপজেলার বনভোজন ও মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হল তাদের অন্যতম আমিনুল ইসলাম সায়েদ, জামাল উদ্দিন, চান্দ মিয়া, মোহাম্মদ জামিল আহমেদ, আবু তানিম, রফিক উদ্দিন, নাঈম উদ্দিন, সালমান আহমেদ, ফাহিম আহমেদ, নাঈম আহমেদ, নজরুর ইসলাম, রাহেদ উদ্দিন, মোহাম্মদ রিপন, জাকির হোসেন, মামুন আহমেদ, আবুল হোসাইন, আব্দুল মোক্তাদির, ফয়সলা আহমেদ, আবুল হোসেন, জালার আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল করিম প্রমুখ।

যারা র‌্যাফেলড্র পুরস্কার প্রদান করেছেন: ১ম পুরস্কার- সোনার চেইন (মঈনুল ইসলাম, সভাপতি, জালালবাদ এসোসিয়েশন ইউএসএ), ২য় পুরস্কার- টেলিভিশন (রুবিয়া বকত, মহিলা সম্পাদিকা, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশন), ৩য় পুরস্কার- লেপটপ (ফজলুরর রহমান, সভাপতি, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশন), ৪র্থ পুরস্কার- বাইসাইকেল (আতাউল গণি আছাদ, সাধারণ সম্পাদক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন), ৫ম পুরস্কার- বক্স ফ্যান (এডভোকেট এম মজুমদার), ৬ষ্ঠ পুরস্কার- আইপেড (জালাল আহমেদ চৌধুরী, ইউনাইটেড এল্ডার হোম কেয়ার), ৭ম পুরস্কার- টেবলেট (মঈনুজ জামান চৌধুরী, কোষাধক্ষ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশন), ৮ম পুরস্কার- মাইক্রোওভেন (আব্দুল মোক্তাদির, সমন্বয়কারী, বনভোজন আয়োজক কমিটি), ৯ম পুরস্কার- প্রেশার কুকার (মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, সদস্য সচিব, বনভোজন আয়োজক কমিটি), ১০ম পুরস্কার- রাইস কুকার (ফয়সল আহমেদ, অর্থ সচিব, বনভোজন আয়োজক কমিটি)। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

এক স্লিপ

(শেষ পাতার পর) নিউজার্সী অথবা মিশিগানে আয়োজনের প্রস্তাব উঠেছে। অপরদিকে এবারের একটি সম্মেলনের কর্মকান্ড বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। আর্থিক লেনদেন বকেয়া থাকায় সংশ্লিস্টরা অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়। পরবর্তীতে তাৎক্ষনিকভাবে অর্থ পরিশোধ করার পর বন্ধ হওয়া অনুষ্ঠান চালু হয় বলে জানা গেছে। সূত্র মতে, একটি সম্মেলনে নাকি ৬৫ হাজার ডলার ব্যয় হয়েছে ঐ অর্থের ৫৫ হাজার ডলার চেয়ারম্যান বহন করেছেন বলে জানা গেছে।

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভিসা বুলেটিন:
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট (ডিওএস) সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে পারিবারিক ভিত্তিতে ২০২৪-এর ভিসা বুলেটিন এর **প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো:**
উল্লেখ্য যে, ফাইনাল এ্যাকশন ডেট হচ্ছে সেই ডেট যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। তারপর আপনার প্রায়োরিটি তারিখ হবে তার পূর্বে। সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসা ক্যাটাগরিতে তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার
প্রথম: (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা: অক্টোবর ২২, ২০১৫।
দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।
এ. (এফ ২ এ): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান: নভেম্বর ১৫, ২০২১।
বি. (এফ ২বি): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা ২১ নিম্ন বা তদুর্দ্ধ বয়সী: মে ০১, ২০১৬।
তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।
চতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্ট ব্যবস্থা :
গত কয়েক বছর ধরে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক (এফবি) এবং চাকুরী ভিত্তিক (ইবি) ক্যাটাগরিতে দুটি চার্ট প্রকাশ করে থাকে। একটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (সাধারণত প্রথম চার্টকে চার্ট এ বলা হয়)। এই চার্টটিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিন কার্ড অথবা প্রকৃতপক্ষে কখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় চার্টটি হয় ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে সাক্ষাৎকারের জন্য চূড়ান্তভাবে কাগজপত্র ফাইল করার পক্ষে (এই চার্টটিকে

সাধারণত চার্ট বি বলা হয়)।
প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল তারিখ যখন ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারীদের ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বা কনস্যুলেটের ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য সকল কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়। সুতরাং ফাইলটি এ্যাকশন চার্টে দেয়ার অগ্রাধিকার হচ্ছে আসল তারিখ ইমিগ্রান্ট ভিসা বা গ্রীন কার্ডের অনুমোদন করার। চার্ট বি ভিসা আবেদনের ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়। ভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আমরা সাধারণত কেবল চার্ট এ অর্থাৎ ফাইনাল এ্যাকশন ডেট ফর ফ্যামিলি স্পন্সারড অগ্রাধিকার কেসগুলো প্রকাশ হয়ে থাকে।
ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে প্রতিমাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকুরী ভিত্তিক অগ্রাধিকার উভয় চার্টই প্রকাশ করে থাকে। বিস্তারিত জানার জন্য তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।
আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করা হল। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে প্রায়ই আপনাদের চিঠি পেয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে এম খানের প্রশ্ন:
আমি একজন গ্রিনকার্ড ধারী। আমার স্বামী একজন ইউএস সিটিজেন। আমার স্বামীর করা আবেদনে আমি গ্রীন কার্ড পেয়েছি, কিন্তু আমি যে গ্রীন কার্ড পেয়েছি সেই গ্রীন কার্ডটি দুই বছর মেয়াদের। আমার ওই গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমাকে আবার গ্রিনকার্ড এর জন্য আবেদন করতে হবে। আমি জানিনা আমাকে কেন আবার গ্রীনকার্ড এর জন্য আবেদন করতে হবে? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম। পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকব।

এম খানের প্রশ্নের উত্তর:
আপনার এই প্রশ্নের মত প্রশ্ন আমরা প্রায়সই পেয়ে থাকি। সে কারণে আপনার জন্য আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনারা নিয়মিত আমাদের এই বিভাগের প্রশ্ন এবং উত্তর পড়ুন আর ইমিগ্রেশন বিষয়ে আপনার প্রশ্নের মত প্রশ্নের উত্তর জেনে নিন। বিয়ের ভিত্তিতে গ্রিন কার্ড পেলে তখন দুই বছরের জন্যে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড ইস্যু করা হয়। এই কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারী হচ্ছেন আপনার স্ত্রী। যিনি আপনাদের বিয়ের দুই বছর পূর্ণ না হতেই তার গ্রীন কার্ড পেয়েছিলেন। পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা যায় যে আপনাদের বিয়ের দুই বছর পূর্ণ না হতেই যদি আপনার স্ত্রী গ্রিন কার্ড পেয়ে থাকেন তবে সেই গ্রীন কার্ড হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রীন কার্ড।
ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ইমিগ্রেশনে ওই কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য এবং পার্মানেন্ট গ্রীনকার্ড ইস্যু করার জন্য আবেদন করতে হয়। এ কারণে আপনার স্ত্রীকে তার কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড এর মেয়াদ শেষ হলে তার কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য আবেদন করতে হবে।
উল্লেখ্য যে, এই পার্মানেন্ট গ্রিনকার্ডের মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত বহাল থাকে। পার্মানেন্ট গ্রিনকার্ড ইস্যু করার জন্য ফরম আই-৭৫১ ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হয়। সেই সাথে দুই বছর থেকে যে আপনার সাথে বসবাস করছেন তার প্রমাণ। বাচ্চা থাকলে তার বার্থ সার্টিফিকেট, ট্যাক্স রিটার্ন, যৌথ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং পরিবারের ছবি সংযোগ করে দেবেন। কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই রিমুভাল এর জন্য আবেদন পৌঁছাতে হবে। ঠিক সময়ে ফাইল না করলে অপারগতার জন্য সঠিক যুক্তি দেখাতে পারলে ইমিগ্রেশন এটা গ্রহণ করতে পারে। যদিও সিটিজেনের স্পাউস হিসেবে গ্রিনকার্ড পাবার তিন বছর পর সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করা যায়। এ ব্যাপারে প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির সাথে আলোচনা করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com
এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।
অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com
Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990
*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**
এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নিউজার্সীতে বিএনপির ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে নিউজার্সী বিএনপি। এ উপলক্ষ্যে গত ১ সেপ্টেম্বর রোববার প্যাটারসনের গেরেট মাউন্টেইন হীলে বিএনপি নিউজার্সী ষ্টেট (নর্থ) এর আয়োজনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে নিউজার্সিস্থ জাতীয়তাবাদী পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে দেশের বন্যার্ত মানুষের জন্য ফান্ড সংগ্রহ ছাড়াও বন্যা দুর্গত মানুষ সহ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্বার মাগফিরাত কামনা এবং দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা ও তারেক রহমানের জন্য দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ সৈয়দ খুবায়েব আলী। এর আগে সকাল ১১টায় বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নিউজার্সি বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী। এসময় সাধারণ সম্পাদক হোসেন পাঠান বাচ্ছু, আহবায়ক খসরু পারভেজ, যুগ্ম আহবায়ক জয়নুল হক, সদস্য সচিব এ কে আজাদ খান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, খেলাধুলা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও র‍্যাফেল ড্র।

প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
AL-AQSA RESTAURANT
& PARTY HALL পার্কচেস্টারে
বাঙালি মালিকানায় সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট এবং পার্টি হল
PARTY HALL

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাধিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS
IRS e-file
tax time!
tax refund
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

হোমিও চিকিৎসা
এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্ল্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

বেগমপাড়ায় ‘জড়ো হচ্ছেন’ টাকা লুটকারী সাহেবরা

(প্রথম পাতার পর) মধ্যে অন্তত পাচারের এক লাখ কোটি টাকা ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ। তাঁর দুই ছেলে ফাহিম আফসার আলম ও ফারহান সাদিক আলম এবং মেয়ে তানিশা আলম থাকেন কানাডার টরন্টোতে। হানিফের বড় ভাই রফিকুল আলম চুন্নুও সপরিবারে থাকেন কানাডায়। সাবেক এই সংসদ সদস্যের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে রয়েছে বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

যদিও উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন মাহবুবউল আলম হানিফের সন্তানরা।

এদিকে ছাগলকাণ্ডে অবসরে যাওয়া এনবিআরের সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমানের মেয়ে ফারজানা রহমান ইপসিতার বাড়ি রয়েছে কানাডার ব্যারি সিটিতে। চলতি বছরের ১২ জানুয়ারি আট লাখ ৮৮ হাজার কানাডিয়ান ডলারে বাড়িটি কেনেন তিনি। এ সময় রেজিস্ট্রেশন ও জমি ট্রান্সফার ফি বাবদ আরো প্রায় সাড়ে ১০ হাজার কানাডিয়ান ডলার খরচ হয়েছে। অর্থাৎ বাড়িটির মালিক হতে ইপসিতাকে খরচ করতে হয়েছে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৯ কোটি টাকা।

যদিও ৩২ বছর বয়সী ইপসিতা নিজেকে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে পরিচয় দিতেন।

এ দুটি উদাহরণমাত্র। এ রকম অসংখ্য প্রভাবশালী বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, দুর্নীতিবাজ আমলা, প্রকৌশলী, পুলিশ, পোশাক কারখানার মালিক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরাও নামে-বেনামে সম্পদ কিনেছেন কানাডার বেগমপাড়ায়। তাঁদের কেউ আবার যুক্তরাষ্ট্র, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে দামি বাড়ি, গাড়ির মালিক হয়ে বিলাসী জীবন যাপন করছেন। বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম ছয়-সাতটি ব্যাংক থেকে প্রায় লাখো কোটি টাকা লুটে নিয়েছেন বলে খবর হয়েছে। এ টাকায় তিনি সিঙ্গাপুরে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। সামিট গ্রুপের মুহাম্মদ আজিজ খান দেশের টাকা নিয়ে সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ১০ ধনীর একজন হয়েছেন। তথ্য-উপাত্ত বলছে, এ রকম উদাহরণ অসংখ্য। তবে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকায় এত দিন তাঁদের কাউকেই ধরা যায়নি।

জানা যায়, গত প্রায় ১৬ বছরে ওভার ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ চ্যানেল ও হুন্ডির মাধ্যমে বিপুল অর্থ পাচার করেছেন তাঁরা। এখন এই পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে অনেকের দেশে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। বিদেশে খোঁজখবর করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসহ (বিএফআইইউ) সরকারের যত সংস্থা রয়েছে, সেগুলো কাজ শুরু করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হচ্ছে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে পাচার হওয়া বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা। এদিকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে একটি টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সম্প্রতি জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। পাশাপাশি পাচার বন্ধ ও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে নাগরিকের পরামর্শ চেয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি।

সূত্র বলছে, কানাডার টরন্টো শহরের বিভিন্ন অভিজাত এলাকার পাশাপাশি মিসিসওগা, হ্যামিল্টন, গুয়েল্ফ ও অন্টারিও লেকের পাশের উপশহরগুলোর প্রাসাদোপম অট্টালিকা ক্রয় করেছেন দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিকরা। সেখানে বসবাস করছেন তাঁদের স্ত্রী-সন্তানরা। অবসরে অবকাশ যাপনে তাঁরাও বিভিন্ন সময় পাড়ি দেন দেশটিতে। এদিকে গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই সব ‘সাহেব’ ‘বেগম’দের সঙ্গে কানাডায় যোগ দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইনটিগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের গত দেড় দশকের শাসনামলে দেশ থেকে অন্তত ১৪ হাজার ৯২০ কোটি বা ১৪৯.২০ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় অন্তত ১৭ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলারে ১১৮ টাকা ধরে)। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের তীব্র ডলার সংকটের মধ্যেও এ ধারা অব্যাহত ছিল

জিএফআইয়ের প্রতিবেদন বলছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে ওভার ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে গড়ে ৬৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। ২০১৬ থেকে ২০২০ সালে অর্থাৎ পাঁচ বছরে পাচারকারীরা তিন লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে, যার মধ্যে শুধু ২০১৫ সালে এক বছরেই পাচার হয়ে যায় ৯৮ হাজার কোটি টাকা। পাচারকৃত টাকার পরিমাণ বিবেচনায় ২০১৯ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় পাচারকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তথ্য বলছে, মূলত আমদানি-রপ্তানির সময় পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে। অর্থপাচার রোধে সরকারের কিছু নীতিমালা থাকলেও এর সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে দেশ থেকে অর্থপাচার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সংস্কারের কথা বলা হলেও আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি।

সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর শেষে সুইস ব্যাংকের কাছে বাংলাদেশিদের আমানত জমা আছে ২৩৪ কোটি টাকা বা এক কোটি ৭৭ লাখ ফ্রাঁ (প্রতি ফ্রাঁ ১৩২ টাকা)। তবে পাচারকারীরা এখন সুইস ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়াসহ অনেক দেশে অর্থ পাচার করছে বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল-আমিন বলেন, ‘গত ১৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের আড়ালে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট হয়েছে। লুট করে স্ত্রী-সন্তানদের নামে হুন্ডি এবং ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে এ টাকা পাচার করা হয়েছে। শুধু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও বিও হিসাব ফ্রিজ করে দুর্নীতিবাজদের সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তদন্তের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করে সেই সম্পদও জব্দ করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।’

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে একটি নীতিমালা আছে। এই নীতিমালার আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএফআইইউ, দুদক, এনবিআর, সিআইডিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। যেসব দেশে পাচার হয়েছে সে দেশগুলো চিহ্নিত করে চুক্তি করার মাধ্যমে অর্থ ফেরত আনা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় অনেক আগে সিঙ্গাপুর থেকে একজনের পাচার করা অর্থ ফেরত আনাও হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার পাচার করা অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটি প্রশংসনীয়। যদি সেটি করা যায়, তাহলে দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে।’

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে (এসডিএফ) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, ‘কেউ কারো কষ্টার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করে না। অবশ্যই দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে অর্জিত অর্থই বিদেশে পাচার করেছে। অনিয়মের মাধ্যমে অর্জিত অর্থকে আয়কর নথিতে প্রদর্শন করার সুযোগ নেই।’

পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে জিটুজি চুক্তি করতে বলেছিলেন হাইকোর্ট

পাচার অর্থ উদ্ধার বা ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তির (এমএলএ) পাশাপাশি ‘জিটুজি’ (সরকারের সঙ্গে সরকারের) চুক্তির উদ্যোগ নিতে বলেছিলেন হাইকোর্ট।

বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদন দেখে ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর এ আদেশ দিয়েছিলেন।

সুইস ব্যাংকে অর্থ জমাকারী বাংলাদেশিদের বিষয়ে সুইস সরকারের কাছে বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য চায়নি বাংলাদেশ সরকার। ২০২২ সালের ১০ আগস্ট কূটনৈতিক বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন ডিক্যাবের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নে এ কথা বলেছিলেন সুইজারল্যান্ডের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত নাতালি চুয়ার্ড। তার এ বক্তব্য পরে আদালতের নজরে আসে। গত ১১ আগস্ট স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালত নাতালি চুয়ার্ডের বক্তব্যের সত্যতা জানতে সরকার ও দুদকের কাছে ব্যাখ্যা চান।

এর পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে অন্তত ১০টি দেশের সঙ্গে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তির (এমএলএ) উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, হংকং, চীন। এ চুক্তি সইয়ের যৌক্তিকতা অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ ছিল বিএফআইইউয়ের প্রতিবেদনে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW
LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI
BY APPOINTMENT ONLY
212-691-4343
seemagulianiesq@gmail.com
198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423
WE SPECIALIZE IN
• VAWA
• ASYLUM
• NVC PROCESS
• NATURALIZATION
• TOURIST VISAS (B1/B2)
• RELIGIOUS WORKER
• UNCONTESTED DIVORCES
• FAMILY BASED PETITIONS
• FIANCE/MARRAIGE VISAS
• LEGAL PERMANENT RESIDENCY
• EMPLOYMENT BASED VISAS
(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ ইমরান আনসারী'র পিতা শফিকুল ইসলাম মাস্টার (৭৩) ও তুহিন সানজিদ-এর মাতা মরহুমা মোছেদা খাতুন (৯৫) এর মৃত্যুতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে প্রেসক্লাব। গত ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব জ্যাকসন হাইটস মুনা মসজিদ প্রাঙ্গনে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা ছাড়াও প্রবাসের সকল বাংলাদেশীদের জীবিত এবং মৃত বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করা হয়। এছাড়াও মাহফিলের শুরুতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ শিক্ষার্থীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। মাহফিলে প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সিনিয়র সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মোনাজাত পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস মুনা মসজিদের ইমাম অলিউর রহমান সিরাজী।

কমলার হাসিতে মজেছেন রুশ

(প্রথম পাতার পর) বক্তব্যের পরই হাস্যরসে মেতে ওঠেন উপস্থিত সবাই। কমলা হ্যারিস সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে পুতিন বলেন, তিনি অত্যন্ত খোলা মনের এবং এমনভাবে 'সংক্রামক' হাসি উপহার দেন যে, এর অর্থ তার সবকিছুই ঠিক আছে।

ব্রঙ্কসে প্রবাসী বাংলাদেশী নিখোঁজ

(প্রথম পাতার পর) এসেছেন। তার এক ছেলে নিউইয়র্কে থাকেন। স্ত্রী দেশে মারা যান। এখানে আসার পর ব্রঙ্কসে ভাইয়ের সাথে থাকতেন। এ মাসে তিনি ব্রঙ্কসে আলাদা একটি বাসা ভাড়া নেন। ছেলের সাথে ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ওই বাসায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা হোন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তার ছেলে তাকে ব্রঙ্কস ক্যাসল হিলস ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে দেয়। এরপর থেকে তার আর কোন খোঁজ মিলেনি। পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্ত করছে। নিখোঁজের সময় আশীষ কুমার ফুল শার্ট পরিহিত ছিলেন।

যদি কেউ তার সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে আশিষ কুমার বিশ্বাসের ভাই গোবিন্দ বিশ্বাসের মোবাইলে (৬৪৬-৩১৬-৫৪২৫ এই নাম্বারে) যোগাযোগের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স

(১৫ এর পাতার পর) প্যালাদিনি ও সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। নব নির্বাচিত ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ানকে ক্রেস্ট প্রদান করেন লায়ন শাহ নেওয়াজ ও লায়ন আমেনা রানো নেওয়াজ এবং সেক্রেটারি লায়ন জেএফএম রাসেলকে ক্রেস্ট প্রদান করেন লায়ন আসেফ বারী টুটুল ও লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী। ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সাঈদকে ক্রেস্ট প্রদান করেন লায়ন গিয়াস আহমেদ ও লায়ন এটিএম হেলালুর রহমান। প্রতিষ্ঠাতা বিদায়ী প্রেসিডেন্টকে ক্রেস্ট প্রদান করেন চার্টার মেম্বার লায়ন তারেক হাসান খান ও লায়ন একেএম রফিকুল ইসলাম ডালিম। সাবেক ক্লাব প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচন কমিশনার লায়ন আহসান হাবিবকে ক্রেস্ট প্রদান করেন লায়ন কামরুল মজুমদার ও লায়ন রুহুল আমিন। নির্বাচন কমিশনার লায়ন মোহাম্মদ আলীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন ক্লাবের ফাস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন একেএম রশিদ ও লায়ন হারুন ভূইয়া। ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর টেরি পালাদিনি লায়ন আসেফ বারী টুটুল, লায়ন শাহ এম নেওয়াজ, লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী, লায়ন জেএফএম রাসেল ও লায়ন আনিসুল ইসলাম টনি-কে সাইটেশন প্রদান করা হয়।

এছাড়াও অ্যাওয়ার্ড ও রিকোগনাইজেশনে বেশ কয়েকজনকে সম্মানিত করা হয়। লায়ন ফাহাদ সোলায়মান কাউন্সিলম্যান স্টিফেন রাগার পক্ষ থেকে কয়েকজন সদস্যকে সাইটেশন প্রদান করেন।

পরবর্তীতে সকল লায়ন একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানে কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য সংগ্রহ করা হয় অনুদান।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় কৃষ্ণা তিথি, আমেনা নেওয়াজ ও অনিক রাজ।

অনুষ্ঠানে ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকীসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ২০২৪-২০২৫ সালের নতুন কমিটির অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: প্রেসিডেন্ট- লায়ন রকি আলিয়ান, সেক্রেটারি- লায়ন জেএফএম রাসেল, ইমেডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট- লায়ন শাহ এম নেওয়াজ, ফাস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট- লায়ন একেএম রশিদ, সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট- লায়ন এমডি মশিউর আর মজুমদার, থার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট- লায়ন মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), ফোর্থ ভাইস প্রেসিডেন্ট- লায়ন রুহুল আমিন, ফিফ্‌থ ভাইস প্রেসিডেন্ট- লায়ন কামরুল মজুমদার, ট্রেজারার- লায়ন ফেমড রকি, জয়েন্ট সেক্রেটারি (এডমিন)- লায়ন আনিসুল ইসলাম টনি, জয়েন্ট সেক্রেটারি (প্রজেক্ট), লায়ন গোলাম এন হায়দার মুকুট, টেইল টুইস্টার- লায়ন জাহাঙ্গীর জয়, লায়ন টেমার- লায়ন আসাদ চৌধুরী, মেম্বারশিপ চেয়ার- লায়ন আহমেদ সোহেল। ডাইরেক্টরদের মধ্যে রয়েছেন: লায়ন আমেনা নেওয়াজ, লায়ন নূরুল আজিম, লায়ন ডেইজি ইয়াসমিন, লায়ন আকাশ রহমান, লায়ন একেএম আর ডালিম, লায়ন এটিএম হেলালুর রহমান, লায়ন মাসুদ রানা তপন, লায়ন এনামুল হক এনাম, লায়ন চৌধুরী আবুল কাশেম, লায়ন এএফ মেসবাহুজ্জামান, লায়ন মোস্তফা রাজ অনিক, লায়ন এমডি মফিজুর রহমান, লায়ন মোহাম্মদ আবুল কাশেম, লায়ন সরোয়ার খান বাবু, লায়ন মোহাম্মদ জাকির হোসেন (জুয়েল), লায়ন মোহাম্মদ এবি সিদ্দিক ও লায়ন আনোয়ার জাহিদ। এলসিআইএফ সমন্বয়কারী- লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী, ক্লাব সার্ভিস চেয়ারপারসন- লায়ন আবদুর রশিদ বাবু ও ক্লাব মার্কেটিং চেয়ারপারসন- আলমগীর খান আলম।

ক্লাবের ২০২৪-২০২৫ সালের নতুন কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন- লায়ন মতিউর রহমান, লায়ন নাসির উদ্দিন, লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, লায়ন আসেফ বারী টুটুল, লায়ন আহসান হাবিব, লায়ন এম.এস. আলম, রেজা রশিদ, লায়ন গিয়াস আহমেদ, লায়ন মোহাম্মদ আলী, লায়ন মঈন চৌধুরী, লায়ন ফাহাদ সোলায়মান, লায়ন হারুন ভূঁইয়া, লায়ন কাজী এস আজম ও লায়ন ফিরোজ আহমেদ। অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশনে সহায়তা করেন লায়ন জাহাঙ্গীর আলম জয়, লায়ন আবদুর রশিদ বাবু ও লায়ন আলমগীর খান আলম।

লায়ন্স ক্লাবের এই মিলন মেলায় আড়াই শতাধিক লায়ন্স ও সম্মানিত অতিথি অংশগ্রহণ করেন। ক্লাব সভাপতি লায়ন রকি আলিয়ানের সমাপনি বক্তব্যের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বনভোজন ও মিলনমেলা

(১৫ এর পাতার পর) সমন্বয়কারী যথাক্রমে মোস্তফা কামাল মিল্টন, মিজানুর রহমান মিলন ও মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিব যথাক্রমে মোহাম্মদ রোকানুজ্জামান রোকন, মোহর উদ্দিন খান ও মোহাম্মদ আব্দুল কদ্দুস কানন।

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.

COMPLETE BODY REPAIR

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Nur Bhai
President
718-551-1405

OPEN 24 HOURS

35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

Jalalabad Association of America, Inc.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

জালালাবাদ ভবন

3607 31st Street, Astoria, NY 11106

নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির

অভিষেক ও জালালাবাদবাসীর মিলনমেলা

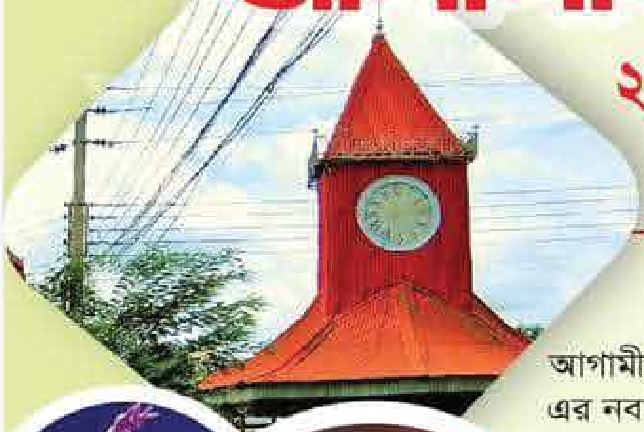

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৬:০০

Queens Palace, 37-11 57th St
Woodside, NY 11377

সম্মানিত সুধী

আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির ২০২৪-২০২৭ এর অভিষেক অনুষ্ঠান, মিলনমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

এতে আপনাদের সপরিবারে, সবান্ধবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ রইল।

আমন্ত্রণক্রমে

মো: শাহীন কামালী
সভাপতি
৬৪৬-২৩৩-৬৬৯১

মইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৫৩৫-৪১৩১

উদ্‌যাপন কমিটি

মইনুল ইসলাম
নব নির্বাচিত, সভাপতি
৯১৭-৫৩৫-৪১৩১

মোহাম্মদ বেলাল চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়কারী

আতাউল গনি আসাদ
নব নির্বাচিত, সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-৪৯৯-৯৭১২

মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ
আহ্বায়ক

দরুদ মিয়া রনেল
শাহ্ মিজানুর রহমান
মনির উদ্দিন
যুগ্ম আহ্বায়ক

মো: এ খায়ের
মো: আব্দুল চৌধুরী উমেল
বশির খাঁন
মো: মাসুক মিয়া
মো: নাসির উদ্দিন
সমন্বয়কারী

জামাল হোসেন
সদস্য সচিব

হেলিম উদ্দিন
মাওলানা শিহাব উদ্দিন আহমদ
যুগ্ম সদস্য সচিব

অর্থ উপ-কমিটি: ময়নু জামান চৌধুরী, সৈয়দ লোকমান মিয়া

ম্যাগাজিন উপ-কমিটি: কামরুল হোসেন, মো: শাহীনুল ইসলাম, লায়েছ আহমদ
প্রচার উপ-কমিটি: মো: খলিলুর রহমান, আব্দুর রহিম কাদের, দেওয়ান মোতাচ্ছির
আপ্যায়ন উপ-কমিটি: জয়নাল উদ্দিন লায়েক, তাসমিয়া চৌধুরী, বদরুল উদ্দন

ট্রাষ্টি বোর্ড

ওহিদুল ইসলাম মুক্তা (সিলেট), মারুফ চৌধুরী (সুনামগঞ্জ), ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ ফজলুর রহমান (হবিগঞ্জ), সৈয়দ জুবায়ের আলী (মৌলভী বাজার)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নতুন কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক

(শেষ পাতার পর) লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর টেরি পালাদিনি। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর মাধাদি সাই ও আমাদো সাই।

ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাবের নতুন সদস্যদের বরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন প্রধান অতিথি লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর টেরি পালাদিনি। অনুষ্ঠানের মূল অধ্যায় নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে অভিষিক্ত করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লায়ন এম এস আলম। প্লেজ অব এ্যালিজেন্স পরিচালনা করেন লায়ন আনিসুল ইসলাম টনি। এরপর আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। লায়ন টোস্ট পরিচালনায় ছিলেন ক্লাবের ট্রেজারার এফইএমডি রকি। এরপর প্রিয়া ডায়েস গ্রুপ ২টি উপভোগ্য নৃত্য পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ফাস্ট ভাইস ডিস্টিক্ট গভর্ণর লায়ন আসেফ বারী টুটুল, ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন শাহ এম নেওয়াজ, ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট লায়ন এডভোকেট মতিউর রহমান, নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান, সেক্রেটারি লায়ন জেএফএম রাসেল, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবিব প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সদ্য বিদায়ী ক্লাব প্রেসিডেন্ট শাহ এম নেওয়াজ ও সেক্রেটারি জেএফএম রাসেল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অভিষেক অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান আমেনা নেওয়াজ, ইভেন্ট কনভেনর ও ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট এমডি মশিউর রহমান মজুমদার ও মেম্বার সেক্রেটারি ও ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি গোলাম এন হায়দার মুকুট, অভিষেক অনুষ্ঠানের চিফ কো অর্ডিনেটর লায়ন নুরুল আজিম ও কো অর্ডিনেটর লায়ন আলমগীর খান আলম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সেক্রেটারি জেএফএম রাসেল ও শারমিনা শিরাজ সোনিয়া।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান ক্লাব প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান এবং বিদায়ী ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন শাহ নেওয়াজ, প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট লায়ন এমডি মতিউর রহমান, সাবেক ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, লায়ন আসেফ বারী, লায়ন আহসান হাবিব।

ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি টেরি *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

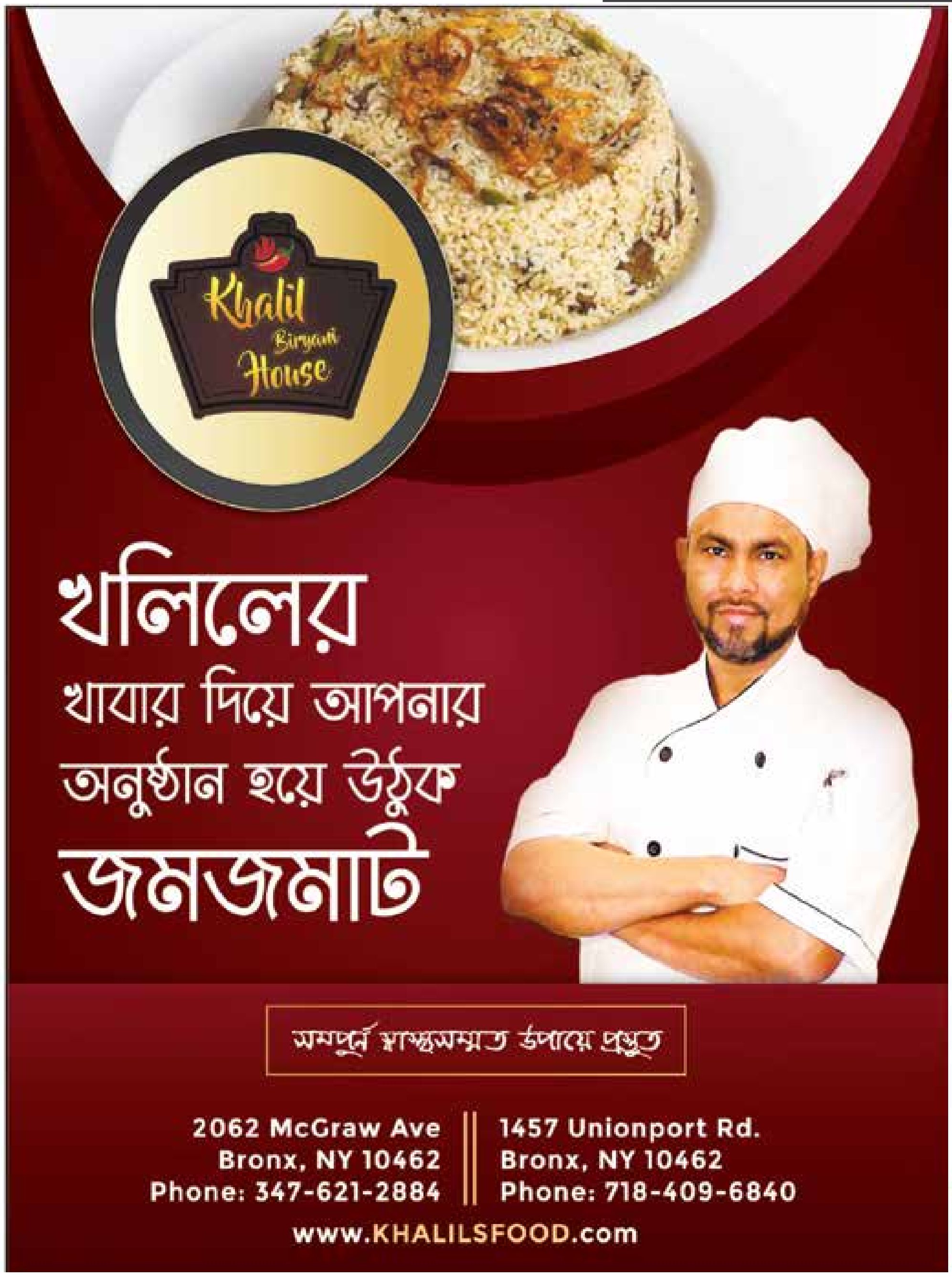

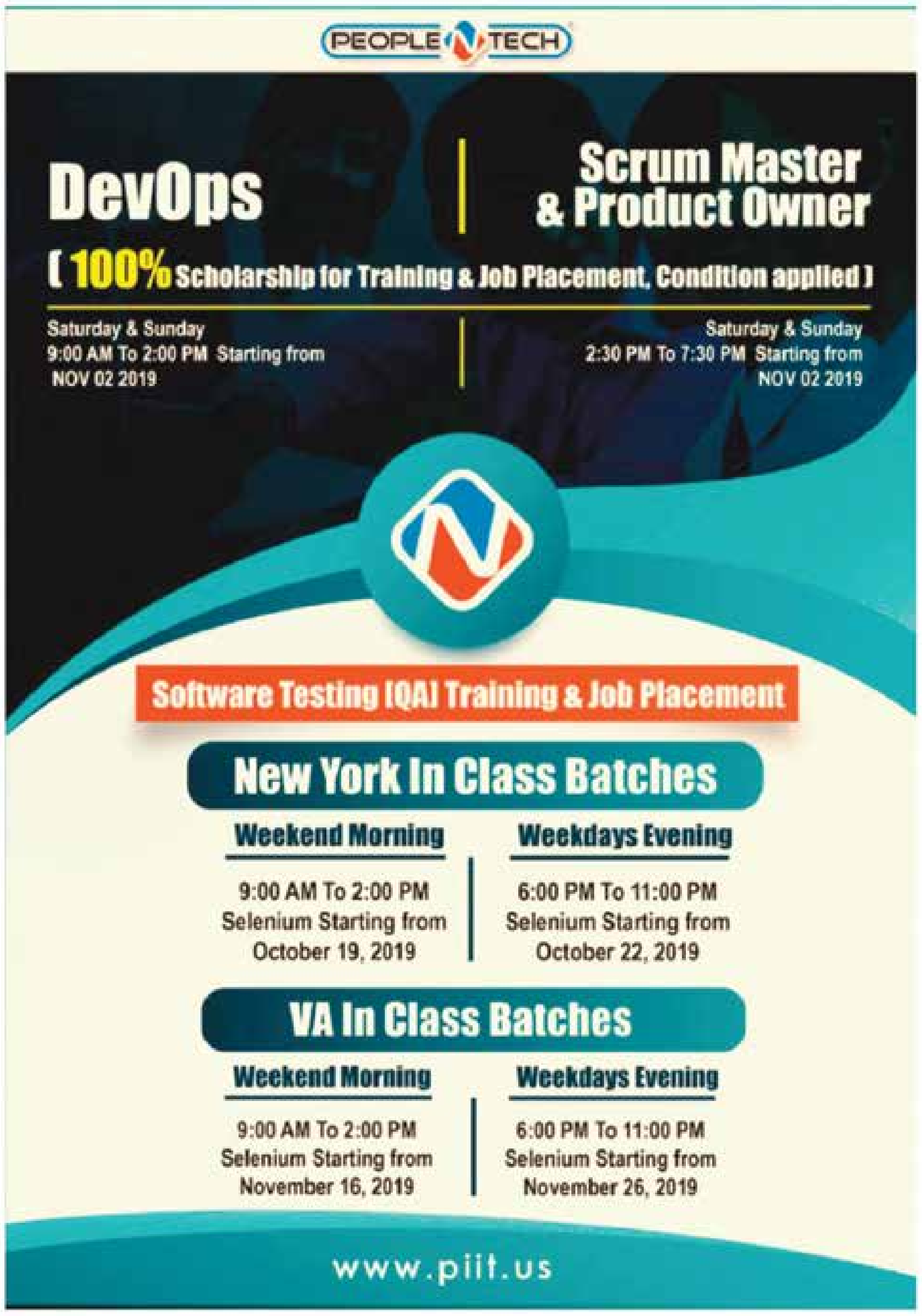

নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির স্কুল সামগ্রী বিতরণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে দুই শতাধিক শিক্ষার্থীকে স্কুল সামগ্রী দিলো এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক। সোমবার বিকেল ৪টার দিকে এস্টোরিয়ার ৩৬ অ্যাভিনিউয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ব্যাক টু স্কুল কর্মসূচি হিসেবে এ স্কুল সামগ্রী ব্যাগ, খাতা কলমসহ স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সহ সভাপতি কয়েছ আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন কমিউনিটি নেতা ও রাজনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা, ব্যবসায়ী সৈয়দ ফয়সল আহমেদ, মৌলভীবাজার চেম্বার অব কমার্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোজাম্মেল আলী শরীফ, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলসের কর্ণধার নজরুল ইসলাম, মেট্রোপ্লাসের কর্মকর্তা এন্ড্রু, ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম, মো. ইব্রাহীম শেখ সিপার আহমদ প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা আব্দুর রহমান, চৌধুরী ছালেহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য আবু সোলায়মান, আনোয়ার হোসেন, মো. হোসেন প্রমুখ।

নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া ৩৬ অ্যাভিনিউয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুল সামগ্রী ব্যাগ, খাতা কলমসহ স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্।

কমিউনিটি নেতা ও রাজনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা বলেন, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রতিবছর স্কুল শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে থাকে ধারাবাহিকভাবে। সংগঠনটি কমিউনিটির স্বার্থে সর্বদা সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। তাদের এমন উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, আমরা নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির কল্যাণে কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছি। প্রতিবছর এ সময় স্কুল খোলার আগে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপহার হিসেবে স্কুল সামগ্রী বিতরণ করে থাকি। এ ছাড়াও কমিউনিটির কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে থাকি।

UtshobGroup

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
BUILD
RUPAYAN GROUP
Committed to touch your imagination
FDL lifestyle awaits

সাহিত্য সাময়িকী

হোলি খেলা
নাসরীন নঈম

মেঘের গায়ে পোঁতা সারিসারি পলাশ গাছ
আগস্টের বিদ্রোহ নতুন স্বাধীনতা মানুষের মনে শান্তি আনে না
কতটা জীবন নদীর মতো রাস্তায় টুবুটুবু।
অনেক দুরে চিমনির ধোঁয়া
আজ অলিতে গলিতে।

যত রাঢ়ি বেওয়া বিধবা আজ নগ্ন শরীরে হাঁটু পানিতে ভাসছে
শিশুরা সব গামলায় বসে নদীতে ভাসমান।
অথচ মানুষ অল্প ফাঁক পেয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়।
একবস্তা টোস্ট বিস্কুট নিয়ে ত্রাণ বিলাতে চলেছে
মোরাম বিছানো পথে।
পৃথিবীর মানুষ জানতেও পারে না আগস্টের রাতে কার ঘরে কে ঢুকেছিল
নীল আলোময় একটি তারা
পাতার ওপরে কবিতা লিখেছে

ঐ কবিতাই কি তবে দ্বিতীয় স্বাধীনতা?
না, স্বাধীনতা সেতো একবার-ই আসে।

তমোদর
গোলাম কিবরিয়া পিনু

চোরদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই
তারা তখন চোরাপথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে
শৃগালের মুখে তুলে দিতে চাইবে তোমাকে।

তারা সূর্যের আলোতে গুপ্ত হয়ে যায়,
গুপ্তবেশ নিয়ে
ছড়াবে কল্পকাহিনী,
তা শুনে কেউ কেউ
তোমার জামায় রং ছিটিয়ে দেবে!

সত্য জানবে না অনেকে!
যতজনের সাথে তোমার সম্পর্ক নষ্ট হবে–
তার বেশিরভাগই চোর!
চোরেরা ডাকিনীও ডেকে আনবে,
ডাকাতদেরও!
টালি ঘরে টালমাটাল হয়ে টালাটালি করবে!

চুরিতে ও ভুঁড়িতে যাদের লোভ বেশি
তারাই আজ শক্তিশালী,
বালি বা মাটির ঘরে থাকে না তারা-
কংক্রিটের জোরদোর পর্যন্ত!
তমাল গাছের এলাকায় আরও কালোছায়া টেনে নিয়ে
প্রদীপ নিভিয়ে দেবে!
ও তমোদর তুমি দাঁড়াবে কার পাশে?

কান আছে কি নেই
মেহেদী ইকবাল

কান আছে কি নেই দেখছি না
কান নিতে পারে কি পারে না
ভাবছি না
তবু আমরা ছুটছি পেছনে চিলের!
আমাদের চোখ আকাশের দিকে
চিল কিন্তু দেখছি না!
কোনদিকে
কোনদিকে উড়ে পালালো চিল?
কান আছে কি নেই দেখছি না
কান নিতে পারে কি পারে না
ভাবছি না
তবু আমরা ছুটছি সবাই পেছনে চিলের!

নির্বোধ অন্ধস্রোত জনতার
গেরস্থালি অরক্ষিত রয়েছে পেছনে

পেছনে ভয়ংকর তান্ডব লুটেরার
এই ফাঁকে সবকিছু গৃহস্থের

কী করুণ যাচ্ছে হয়ে লুট!

দগ্ধ সময়ের পঙক্তিমালা
সায়ীদ আবুবকর

সাহেবসুবো চোর

চোর তো ছিলো দেখতে এমন, ছেঁড়া জুতা পায়ে
তালি দেওয়া, ছেঁড়াখোঁড়া, ময়লা জামা গায়ে
হ্যাংলা-পাতলা, হাড় বেরোনো, কোটরে চোখ বসা
কতকাল সে খায়নি কিছু, এমন জীর্ণ দশা।
কিন্তু কেমন চোর দেখি আজ- সাহেবসুবো পুরো
নাদুস নুদুস, কুমড়োপটাশ; নয় সে গরিবগুরো-
অট্টালিকার পরে ঘুমায়, স্যার বলে সব লোকে;
এমন সে চোর, গোটা দেশই খায় গিলে এক ঢোকে!

মানুষনামা

ভালো মানুষ, শান্ত মানুষ, ভদ্র মানুষ ঢের-
কোন পুজোতে লাগে এদের মর্ত্যে?
শত্রু যখন ঘরের ভেতর, পাই তখনই টের
ইঁদুরগুলো পালিয়ে গেছে গর্তে।
গুটি কয়েক দস্যু এসে করে যে গুলতানি,
পালায় সবাই লেজ তুলে দল বেঁধে;
উজাড় হয়ে গেল শহর, ত্রিসীমানায় জানি
কাউকে কোথাও পাবে না আর কেঁদে!
এত ভালো, এত শান্ত, এত ভদ্র নয়,
চাই সে মানুষ, বাঘের অধিক বাড়--
মড়িখেকো শেয়াল যদি দুয়ারমুখো হয়,
হালুম বলে ভেঙে ফ্যালে ঘাড়।

রক্তে আঁকা প্রচ্ছদ
জহিরুল হক বিদ্যুৎ

কিছু দ্রোহ আর কিছু প্রেম জমা রেখো
ওই মেঘেদের কাছে, ফুলেদের কাছে।
যদিও একদিন নিঃশব্দে ঝরে যাবে ফুল
ঝরে যাবে মেঘ রিমঝিম বৃষ্টির আর্তনাদে।
ওই ফুলেদের বুকে যা আছে জমা
ওই মেঘেদের কাছে যা আছে জমা
হোক তা সহস্র বছরের প্রেম কিংবা দ্রোহ
ওরা ঠিক ছড়িয়ে দেবে আকাশে বাতাসে
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, পাতা ও ফুলের কাছে
ওই সুদূরে উড়ে চলা পেঁজা মেঘের ডানায়।
এই যে অশোক, পলাশ, শিমুল ফুলে
এখনো লেগে আছে আমার ভাইয়ের রক্ত,
এখনো কৃষ্ণচূড়ার বনে হিন্দোল তোলে
অগুনতি শহীদদের উচ্চারিত স্লোগান।
সেই দ্রোহ ও প্রেমে রক্তাক্ত পাপড়িগুলো
কী কভু ভুলতে পেরেছে তাদের কথা?

উল্লাস করার সময় আসেনি এখনো
আবু আফজাল সালেহ

উল্লাস করার সময় আসেনি এখনো
ওত পেতে আছে
নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা আর অন্ধকার
আকাশটা এখনো হয়নি উদার
ধোয়ায়, বিষাক্ত-বাতাসে ভারী।

বরং, চলো পাহাড় গড়ে তুলি
বৈষম্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ি।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেয়েন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

১০ হাজার ডলারের রিবেট

নতুন বছর উপলক্ষ্যে ৫০% সেল

তোফায়েল চৌধুরী

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকান্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

GREE MECHANICAL YONKERS

আমাদের কল করুন

914-202-9828 / 914-222-9477 / 914-989-0089

Gree Mechanical Yonkers

1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ▪ ব্যাংক্রাপসি ▪ ক্রেডিট কার্ড মেটার ▪ ডিভোর্স ▪ চাইল্ড কাস্টডি ▪ চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন ▪ সিটিজেনশিপ ▪ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card? ● Are you being deported? ● Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts? ● Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Suryia Rahman, Esq

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

● তুলনামূলকভাবে কম ফি ● সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যুনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যুনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময়: সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন : **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন : ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিলিয়ন ডলার 'আত্মসাতের' অভিযোগ

(প্রথম পাতার পর) ব্যবসায়ী। আমেরিকাতে ব্যবস্থা করতে হয়ে অনেক নিয়ম-কানুন মানতে হয় এবং অনেক অভিযোগও উঠে। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সঠিক নয়, তবে অভিযোগ উঠেছে। এব্যাপারে আমি আমার এটর্নীর মাধ্যমে সংশ্লিস্ট কোর্টে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি বা আমার এটর্নী অভিযোগ বিষয়ে বিস্তারিত কিছুই জানি না। তিনি বলেন, আমার সাথে যোগাযোগ না করেই কোন কোন মিডিয়ায় মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশিত হচ্ছে। শুক্রবার টাইম টেলিভিশনের জনপ্রিয় 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে সরাসরি জুমে যোগ দিয়ে তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পিপিপি লোনের অর্থ দিয়ে আমি কোন বাড়ি-গাড়ী কিনিনি, সেই অর্থ আমি যথাযথভাবেই ব্যয় করেছি। আর লোনটি ছিলো ফেডারেল লোন, ষ্টেট লোন নয়।

অপরদিকে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত উল্লেখিত খবরে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে ব্রকলীনের সিনিয়র সহকারী জেলা অ্যাটর্নি সের্গেই মার্টস-এর আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। অভিযোগ প্রমানিত হলে এই মামলায় তাদের কমপক্ষে ১০ থেকে ২৫ বছরের সাজা হতে পারে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত নুরুস সাফা (৬৫) এবং মাইদা সাফা (৩৪)-কে স্থানীয় সময় ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ব্রুকলিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডেনা ডগলাসের সামনে হাজির করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রথম এবং দ্বিতীয়-ডিগ্রি গ্র্যান্ড লার্সেনি, একটি জাল যন্ত্রের দ্বিতীয়-ডিগ্রি ফৌজদারি দখল এবং প্রথম-ডিগ্রি মিথ্যা ব্যবসার রেকর্ডের অভিযোগ রয়েছে। তাদের জামিন ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয় এবং ৩০ অক্টোবর আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, করোনা মহামারীর পর প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে কর্মচারিদের বেতন ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ ফেডারেল সরকার পিপিপি ঋণ সুবিধা চালু করে। এই অর্থ পরবর্তীতে মওকুফ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের অনেকেই মিথ্যা তথ্য, বিশেষ করে ভুয়া অফিস ও কর্মচারি দেখিয়ে পিপিপি ঋণের অর্থে বাড়ি ও গাড়ি কিনেছেন। যা গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পরে যুক্তরাষ্ট্রের স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসবিএ) পেমেন্ট প্রোটেকশন প্রোগ্রাম (পিপিপি) বাস্তবায়ন করেছে। কর্মীদের বেতন-ভাতা বজায় রাখার জন্য ঋণগুলো ছোট ব্যবসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। একটি পিপিপি লোন পাওয়ার জন্য, নিয়োগকর্তাকে প্রত্যায়িত করতে হবে যে কোভিড-১৯ সংকটের সময় তাদের কর্মশক্তিকে নিযুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বেতন বা অন্যান্য নির্দিষ্ট খরচের জন্য তহবিল ব্যবহার করা হবে।

ব্রুকলীন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এরিক গঞ্জালেজ, ইউএস স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এসবিএ) জেনারেল কাউন্সেল থেরেসি মিরস এবং স্পেশাল এজেন্ট-ইনচার্জ জোনাথন মেলোন, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিস স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন পে-চেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম থেকে ১ মিলিয়নে ডলারের বেশি প্রতারণার অভিযোগে দুজন ঠিকাদারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত স্কিমের অংশ হিসাবে বাংলাদেশি পিতা-পুত্র প্রতারণামূলক ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিয়েছিলেন যা তহবিল প্রাপ্তির জন্য কোম্পানির রাজস্বকে বড় অংকে দেখিয়েছেন। এরপর সেই তহবিলগুলি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ অর্থ কর্মীদের এবং অন্যান্য বৈধ ব্যবসায়িক খরচ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি গঞ্জালেজ বলেছেন, 'এই আসামীরা পে-চেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম থেকে ১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি চুরি করার জন্য একটি নির্লজ্জ পরিকল্পনায় জড়িত এবং কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন ছোট ব্যবসার মালিকদের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নিজেদের পকেট ভারী করেছে। এই মামলায় ন্যায়বিচার অনুসরণে সহায়তার জন্য আমি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

জেনারেল কাউন্সেল মিয়ার্স বলেছেন, 'এই বিষয়ে পদক্ষেপটি ফেডারেল এজেন্সি যেমন কিংস কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস, এসবিএ-এর অফিস অফ ইন্সপেক্টর জেনারেল, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং মেরি ক্যাভেনগ্রোসের সাথে কাজ করা ছোট ব্যবসা প্রশাসনের উন্নত প্রচেষ্টার ফসল।

স্পেশাল এজেন্ট-ইন-চার্জ মেলোন বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগ মহামারী সম্পর্কিত বেকারত্ব বীমা কর্মসূচির সাথে জড়িত জালিয়াতির অভিযোগের তদন্ত করছে। আমরা এই ধরনের অভিযোগ তদন্ত করতে আমাদের আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সাথে কাজ চালিয়ে যাব।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বলেছেন, তদন্ত অনুসারে নুরুস সাফা হলেন রাহিল কন্ট্রাকটিং ইনকর্পোরেশনের মালিক। তার ছেলে মাইদুল সাফা কোম্পানির প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ।

জানা যায়, নুরুস সাফা মোট দুটি পিপিপি ঋণ পেয়েছিলেন। ঋণ হাতে পাওয়ার পর তারা দ্রুত বিলাসবহুল আইটেমসহ ব্যক্তিগত ক্রয়ের জন্য অর্থ ব্যবহার করে। অভিযুক্তরা দুটি পাঁচ বেডরুমের বাড়ি কেনার জন্য মোট ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৬৭০ ডলার খরচ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বাড়ি দুটি একটি নিউজার্সির ভুরিসে এবং অন্যটি পাইন হিলে অবস্থিত। এছাড়া তিনি ছেলের জন্য ৭১ হাজার ডলার ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ২০২১ সালের বিএমডব্লিউ এম-৫ গাড়ি কিনেন।

এদিকে পিপিপি ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে বাংলাদেশী কমিউনিটির আরো কয়েকজন বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পিপিপি ঋণ জালিয়াতি তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা ও কর্মী দেখিয়ে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী পিপিপি ঋণ নিয়ে অভিজাত বাড়ি ও গাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিউইয়র্ক অঞ্চলের অনেক প্রবাসী জাল-কাগজ এবং ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে পিপিপি লোন হিসেবে মোটা অংক ড্র করেছেন বলে এফবিআইনসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা মাঠে নেমেছে। ইতিপূর্বে মিশিগান, শিকাগো, ম্যারিল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়াতে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক সিটিতে একটি বেসমেন্টে ১৯টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিয়ে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের পিপিপি লোন ড্র করার ব্যাপারেও তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

ড. ইউনূসের কাছে প্রবাসীদের দাবী ও প্রত্যাশা

সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন। তাঁর এই সফর অন্যান্য সরকার প্রধানের সফরের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। আমরা আশা করছি- নিরপেক্ষ, নির্দলীয় এই সরকারের প্রধানের কাছে সকল প্রবাসী বাংলাদেশী তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত মনের কথাগুলো সহজে বলার সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশ সোসাইটিও সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে সেই সুযোগটি গ্রহণ করতে চায়।

রব মিয়া বলেন, আমরা সকল প্রবাসীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে এবারের নাগরিক গণ-সংবর্ধনার আয়োজন করতে আগ্রহী। যেহেতু এখন রাজনৈতিক সরকার নেই, তাই প্রবাসী রাজনৈতিক দলের শাখা কর্তৃক আয়োজনের ব্যাপারও নেই। আর এর মাধ্যমে আমরা প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও সমস্যা, সম্ভাবনা এবং রাষ্ট্র সংস্কারে প্রবাসীদের বিভিন্ন বিষয় আমরা সরাসরি সরকার প্রধানের সামনে তুলে ধরতে চাই।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগগ্রস্তদের জন্য বাংলাদেশ সোসাইটি প্রাথমিকভাবে ৩০ লক্ষ টাকার একটি তহবিল প্রদান করেছে। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সেই স্মারকও প্রধান উপদেষ্টার হাতে হস্তান্তর করতে চাই। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংস্কারের যে উদ্যোগ প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সরকার নিয়েছেন তার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে সংস্কার প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপিও আমরা তাঁর হাতে হস্তান্তর করতে চাই।

আব্দুর রব মিয়া বলেন, আমরা বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থয়ী মিশন, নিউইয়র্ক কনস্যুলেট এবং প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে যোগাযোগ শুরু করেছি। সবশেষে তিনি সোসাইটির আয়োজনে ড. ইউনূসের নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজনে গণমাধ্যম সহ সকলের সহযোগিতা ও ভূমিকা কামনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী বলেন, সবাই সহযোগিতা করলে সোসাইটি এককভাবেই বাংলাদেশের সরকার প্রধান ড. ইউনূসকে নাগরিক সংবার্ধনার আায়োজন করবে। এজন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে এবং অর্থেরও কোন সমস্যা হবে না।

এক প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি আব্দুর রব মিয়া বলেন, আমরা এককভাবেই ড. ইউনূসকে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করতে চাই। এজন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস, জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন ও বাংলাদেশ কনসুলেটের সার্বিক সহযোগিতাও কামনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি আরো বলেন যে, সরকারের নির্দেশে যদি দূতাবাস-মিশন ও কনস্যুলেট ড. ইউনূসের সংর্বধনার আয়োজন করে যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানজনক অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করতে চায়।

আব্দুর রহীম হাওলাদার বলেন, বাংাদেশ সোসাইটির প্রবাসী বাংলাদেশীদের অরাজনৈতিক সংগঠন। তাই নির্দলীয় সরকার প্রধান হিসেবে আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকেই ড. ইউনূসের সংবর্ধনা আয়োজন চাই। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময়ে 'নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক' রুটে বিমান চালুর বিষয়টি শুধু আশ্বাসের মধ্যেই ছিলো। আমরা আশা করছি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিমান চালু সহ প্রবাসীদের অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করবেন।

TiME television

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নির্বাচন ১৩

(৩ এর পাতার পর) অনেকে। সভায় ঘোষিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান হচ্ছেন মোহাম্মদ মুসা। কমিশনের সদস্যরা হলেন- মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ, এ এস এম মাঈন উদ্দীন, মোহাম্মদ এ জিলানী ও নঈম উদ্দীন। ১৫ সদস্যের কার্যকরী পরিষদের এবারের নির্বাচনে এসোসিয়েশনের ভোটার হচ্ছেন ২,১৬৮ জন। এরমধ্যে প্রায় ১৬০০ জন আজীবন সদস্য বলে সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল মোতাবেক মনোনয়নপত্র বিতরণ ১০-১১ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র জমা ১৫ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাচাই ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর, প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ১৭ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৯ সেপ্টেম্বর, চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ২০ সেপ্টেম্বর এবং ভোট গ্রহণ ১৩ অক্টোবর রোববার।

বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করা

(শেষ পাতার পর) আখিরাতের অন্তহীন জীবনকে অধিকতর সুখ-সমৃদ্ধশালী করার জন্য আপনাকে এপার থেকেই বা দুনিয়ার জীবনেই কাজ করতে হবে। সুতরাং এই মূল্যবান জীবনের যদি অবসান চান বা নিজের হাতে তা ধ্বংস করে দেন, তাহলে আখিরাতে পুঁজি সংগ্রহ করবেন কিভাবে? সুতরাং বিপদে পড়ে কখনো মৃত্যু আকাংখা করবেন না। জীবনকে ভালো বাসুন এবং বেশী বেশী করে নেক কাজ করুন। ইনশা'আল্লাহ, জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পাবেন।

আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে যদি সৎ হয় তবে (বেচেঁ থাকলে) হয়ত সে নেক কাজ বৃদ্ধি করবে। আর যদি পাপী হয়, তাহলে হয়ত সে তাওবা করবে। আবু আব্দুল্লাহ (বুখারী) রহঃ বলেন, আবু উবায়েদ-এর নাম হচ্ছে সা'দ ইবনু উবায়েদ আব্দুর রহমান ইবনু আযহার এর আযাদকৃত গোলাম। (বুখারীঃ ৭২৩৫, কিতাবুত তামান্না, বাবু মা ইকরাহু মিনাত তামান্না, আ.প্রঃ৬৭২৮, ইফাঃ৬৭৪১)

আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি কেউ এমন অবস্থায় পড়ে যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে দু'আ করবেঃ হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখো, আর যখন আমার জন্য মৃত্যুই কল্যাণকর হয় তখন আমার মৃত্যু দাও (বুখারীঃ৬৩৫১, ৫৬৭১, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুদ দু'আ বিল মাউতি ওয়াল হায়াত, মুসলিমঃ ২৬৮০, আহমাদঃ১১৯৭৯, আ.প্রঃ৫৯০৫, ইফাঃ৫৭৯৮)

মৃত্যু তো একদিন আসবেই। আপনি ইচ্ছা করলেই শত শত বছর এখানে অবস্থান করতে পারবেন না। তারপরও মানুষ মাঝে মধ্যে বিভিন্ন কারণে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে অধৈর্যের ঘুর্ণাবর্তে পড়ে নিজের জীবনের ধ্বংস কামনা করতে থাকে অথবা নিজের হাতে জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। যা ইসলামে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এটি আল্লাহর অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। তারপর যখন কোন জাতির সময় পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এক মুহুর্তকালের জন্যেও তাকে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করা হবে না।"(সুরা আরাফঃ৩৪) এই দুনিয়া হলো, নেক আমলের মাধ্যমে সওয়াব উপার্জনের জায়গা। নেক আমল করে দাঁড়িপাল্লা ভারি করার জায়গা। ওপারের দীর্ঘ জীবনে সুখে থাকার জন্য বেশী বেশী পূঁজি সংগ্রহের জায়গা। এই দুনিয়ার পরে অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে এই অর্জন সম্পুর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। তখন শুরু হবে জবাবদিহিতার পালা। শুধু জবাবদিহিতা আর জবাবদিহিতা। কবর, পুলসিরাত ও হাশরের মাঠে আল্লাহর আদালতে প্রতিটি বিষয়ের জবাব দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং চলে যাবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? মৃত্যুর পরিবর্তে বেশী বেশী নেক হায়াতের জন্য দু'আ করতে থাকুন। স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত নেক কাজ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখুন।

সত্যিকারার্থে হতাশা বা নিরাশা থেকে এ ধরণের মনোভাব সৃষ্টি হয়। হতাশ বা নিরাশ হওয়াও ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ হতাশা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। হযরত ইবরাহিম আঃ এর কাছে কয়েকজন ফেরেশতা সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তখন তারা ইবরাহিম আঃ এর কথার জবাবে বলেছিলেন, "তারা জবাব দিল, আমরা তোমাকে সত্য সংবাদ দিচ্ছি, তুমি হতাশ হয়ো না। ইবরাহিম বললো, পথভ্রষ্ট লোকেরাই তো তাদের রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়।"(সুরা হিজরঃ৫৫-৫৬) হতাশার কারণে মানুষ নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে। ফলে অধৈর্য হয়ে নিজের মৃত্যু কামনা করতে থাকে। সুতরাং যখনই হতাশা সৃষ্টি হবে তখনই আপনার রবের যিকর বা স্মরণ বাড়িয়ে দিন।

প্রথমেই বলা হয়েছে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সমৃদ্ধ-সমৃদ্ধহীনতা,প্রসারিত-সংকোচিত, জয়-পরাজয় মিলিয়েই মানুষের জীবন। একচ্ছত্রভাবে শুধুমাত্র সুখ বা শুধুমাত্র দুঃখময় জীবন কারো হয় না। বরং দুটো মিলিয়েই মানুষের জীবন। মানুষের জীবনচক্র বা সময়চক্র একটি কমলালেবুর মতো, যার বিভিন্ন অংশে স্থাপন করা হয়েছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ-বেদনা ও জয়-পরাজয়। আল্লাহ তা'আলাই তা স্থাপন করেছেন। তাই সময়ের আবর্তনে মানুষের জীবন কখনো সুখ, কখনো বা দুঃখ-বেদনা ও জয়-পরাজয় স্পর্শ করে থাকে। মানুষ যখন সময় নামক সুখের অংশে প্রবেশ করে তখন সুখ আর সুখের অবগাহনে বিমোহিত হয়। পক্ষান্তরে যখন সে দুঃখের অংশে প্রবেশ করে তখন দুঃখ-বেদনায় জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। মহান আল্লাহই সময়ের আবর্তন ঘটান। তিনি বলেন, "যদি কোন আঘাত (আহত-নিহত, হতাশা, নৈরাশ্য, দুঃখ-বেদনা এক কথায় পরাজয়) তোমাদেরকে স্পর্শ করে থাকে, এ রকম আঘাত (পরাজয়) তো তাদেরকেও স্পর্শ করেছে। এ দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। কারণ এভাবে আল্লাহ তা'আলা জানতে চান কারা ঈমানদার আর তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ জালিমদের ভালবাসেন না।"(সুরা ইমরানঃ১৪০)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুখ-দুঃখ-বেদনার মিশ্রিত জীবন দিয়ে। তাই জীবনে কষ্ট, প্রশান্তি, দুর্বলতা ও অক্ষমতা, ভয় ও নিরাপত্তা চক্রাকারে আবর্তিত হবেই। ক্ষত, যন্ত্রণা, নিপীড়ন, অবিচার, ক্ষতি, বঞ্চনা এবং হারানো, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি ইত্যাদি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সৃষ্টিজীবের সঙ্গে এটাই আল্লাহর রীতি। এই রীতির পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মহিমাও রয়েছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা জানতে চান কারা ঈমানদার আর কারা অধৈর্য হয়ে পিছনের দিকে ফিরে যায়। কষ্ট মু'মিনদের জন্য আল্লাহর রহমত। পুর্বে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিজীবের সঙ্গে এটাই আল্লাহর রীতি। এই রীতির পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মহিমা রয়েছে। কষ্ট মানুষকে অসতর্কতা থেকে জাগিয়ে তোলে, নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ও দিশেহারাকে নতুন পথ দেখায়, জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়। রোগ-বিমার, অভাব-অনটন, দারিদ্রতা, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, আপদ-বিপদ, জীবন ও মৃত্যু ইত্যাদি দিয়ে মু'মিনকে পরীক্ষা করা হয়। যারা সাচ্চা ঈমানদার তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তাকে খাঁটি মু'মিন হিসাবে বাচাই করার জন্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই তিনি সেই সুযোগকে যথাযত গুরুত্ব দিয়ে তাতে উত্তীর্ণ হন। এবং খুব শিগ্রই তার জীবনে নেমে আসবে অনাবিল সুখের বারতা। সুতরাং মু'মিনের জন্য তা আল্লাহর নিয়ামত। তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে খাঁটি মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। আসলে সংকীর্ণতার সাথে আছে প্রশস্ততা।" (সুরা আলাম নাশরাহঃ৫-৬) কথাটি দু'বার বলা হয়েছে। যদিও এটি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে পুরোপুরি শান্তনা দেয়ার জন্য আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তথাপি এটি সকল মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য। দুঃখ-বেদনা, আপদ-বিপদ বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না বরং এরপর শিগগির ভালো অবস্থা শুরু হয়। আল্লাহ আমাদের শুভাকাংখী। তিনি আমাদের ভালো চান। তিনি আমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন যার মধ্যে আমাদের নিজেদের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। মৃত্যুর কাজটি আল্লাহর অধিকার। অতএব, কেউ যদি কাজটি নিজের হাতে তুলে নেয় সে মুলতঃ আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান আর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"(ইউনুসঃ৫৬) তাই নিজে নিজে জীবন হরণ করা আল্লাহ পছন্দ করেন না। এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে নির্দেশ দান করেছেন এবং পরিণামের ভয়াবহতা, কঠোর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির কথাও বলেছেন।

আল্লাহই বিপদ দেন আর তিনিই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আমরা সকলেই তাঁর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে আছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে নবী! ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আপন প্রভুর নির্দেশ পালন করতে বদ্ধপরিকর থাকো। তুমি আমার চোখে চোখেই আছো। তুমি যখন উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো।"(সুরা তুরঃ৪৮) মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষসহ তাঁর সামগ্রীক সৃষ্টিকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেননি। তিনি সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ বিশ্ব-জগতের নিছক স্রষ্টাই নন বরং এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপকও তিনি। তিনি এ দুনিয়াকে অস্তিত্বশীল করার পর এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কোথাও বসে যাননি। বরং কার্যত তিনিই সারা বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব ও লালন-পালন করছেন। পরিচালনা ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় ক্ষমতা কার্যত তাঁরই হাতে নিবদ্ধ।

সুতরাং ইসলামী শরিয়তে বিপদে পড়ে নিজের মুত্যু কামনা করা বৈধ নয়। কেননা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি জানে না, হয়তো তার সংকটের পর পরই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। তার জন্য উচিত এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন যিকর ও দু'আ পাঠ করা বিশেষত সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ! সবর ও সালাতের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।"(সুরা বাকারাঃ ১৫৩) সুতরাং বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে ও বেদনায় সালাতে দাঁড়িয়ে যান এবং বেশী বেশী আল্লাহর যিকর বা স্মরণ বাড়িয়ে দেন। ইনশা'আল্লাহ আপনার মন ও প্রাণ প্রশান্তিতে ভরে উঠবে। *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু তালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, **TLC/Motor Vehicle Exam,** মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get **25%** Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (ঙাবৎ হরমযঃ) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল’ অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল’ অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক।

যোগাযোগঃ
929-288-9461,
bmchoudhury1960@gmail.com

পাত্রী চাই:

Handsome young bengali 30 (5’10”) (Foundation of project management.) Looking for a young Hindu u.s citizen girl for marriage. Send current photo and information at :516-697-5975

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen আব.
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া :
ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।
যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০
ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ
কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা । ৩৪৭- ২৩৫-৭৩২২ (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ
বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

বাসা ভাড়াঃ
August 1 তারিখ থেকে 82 Weldon st BROOKLYN NY 11208. ১ বেডরুম,লিভিং রুম,কিচেন ও এটিকসহ ভাড়া যাবে, বাসা EU CLID ট্রেন স্টেশন (A, C, J and Z) এবং বায়তুল মামুর মসজিদের পাশেই।
যোগাযোগঃ +১ (৬৪৬) ৩৯২-৬৫৮০.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪,
৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ
উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪. ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা’য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

বাসা ভাড়া:
Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.
যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ
একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। 347-345-5243, 347-653-0632.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :
কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

House for rent:
(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Help wanted:
GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes e-mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. Al Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.

বন্যার্তদের জন্য ৩০ লাখ টাকার অনুদান নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির

(শেষ পাতার পর) সোসাইটির কার্যালয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে কর্মকর্তারা বন্যার্তদের জন্য ৩০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয় নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেলের কাছে। কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার হাতে চেক তুলে দেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য আতোয়ারুল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, কার্যকরি সদস্য সাদী মিন্টু এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য বশির উদ্দিন।

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রদত্ত এই অর্থ বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হয়।

কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বাংলাদেশের বন্যার্তদের মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই বন্যায় দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশে জনগণের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। কঠিন এক সময়ে তারা দায়িয়ত্বভার গ্রহণ করেছেন। যখন তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন বাংলাদেশে এক চরম পরিস্থিতি ছিল, চারিদিকে অরাজকতা। ছিল না দেশে কোনো গণতন্ত্র, দেশ অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর ছিল। সে ক্রান্তিলগ্নে বিশ্ববরেণ্য নোবেল লরিয়েটে ড. মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি এখন রাষ্ট্রীয় সংস্কারে নেমেছেন। কীভাবে বাংলাদেশকে জনগণের বাংলাদেশ করা যায়, সেই কাজ করছেন। আমি বিশ্বাস করি, তিনি বাংলাদেশকে বিশ্বের উন্নতির শিখরে পৌঁছাবেন। তার সেই যোগ্যতা এবং সারা বিশ্বে তার সেই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া বলেন আমরা যদিও প্রবাসে থাকি তারপরও আমাদের প্রাণ পড়ে থাকে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে। কারণ ওই দেশে আমাদের জন্ম, তাই দেশের প্রতি আমাদের ঋণও রয়েছে। সেই কারণে আমরা বাংলাদেশের বন্যায় আক্রান্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। আগামীতে আরো অর্থ তুলে তা পাঠিয়ে দেবো। আমাদের এ প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হবে।

তিনি আরো বলেন, আমরা বর্তমান সরকারকে সমর্থন করি, তারাও যেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের কথা স্মরণ রাখেন।

সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী বলেন, আমরা সব সময় বাংলাদেশের মানুষের পাশে আছি এবং থাকবো।

সিটি পার্কগুলোর ৭০ ভাগ

(শেষ পাতার পর) তিনি অভিযোগ করে বলেন, পার্কের বাজেট বাড়ানোর বিষয়ে প্রচারনা চালানোর পরও মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রতিবছর নির্ধারকভাবে তহবিল কেটেছেন। মেয়র পার্ক বিভাগে তাদের কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট করেছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এদিকে পার্ক বিভাগ বলছে. প্রতিবেদনটি ১০০টি রেস্টরুমের উপর তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন পুরো সিটির প্রতিনিধিত্ব করেনা বলেও জানায় পার্ক বিভাগ।

আগামী শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্কের পাবলিক

(১ম পাতার পর) নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। শুক্রবার এক বিবৃতিতে মেয়র এরিক বলেন, প্রত্যাশিত মোবাইল ব্যান এই বছর থেকে কার্যকর হচ্ছে না। তবে তার প্রশাসন সিটির স্কুলগুলোর বর্তমান অনুশীলনগুলো পর্যালোচনা করছে যেখানে স্কুলগুলো ইতিমধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারে বিভিন্ন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়ার উপর এই নিয়মটি রোল আউট করা হবে। জর্জিয়ার স্কুলের বন্দুক হামলার ঘটনার কথা উল্লেখ করে মেয়র বলেন, তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে পিতামাতার যোগাযোগের একটি মাধ্যম রাখতে চান।

প্রবাসে থেকেও নিশ্চিন্তে কেনা যাবে

(শেষ পাতার পর) সম্পর্কে তথ্য ও তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান নিউইয়র্কের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব রায়হান জামান এবং হিউস্টন থেকে আগত ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও ইঞ্জিনিয়ার আজাদুল হক তুলে ধরেন কিভাবে ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স কাজ করবে।

রায়হান জামান বলেন যে এখন থেকে আমেরিকার গ্রহণযোগ্য ক্রেডিট দিয়েই বাংলাদেশে ফ্লাট বা জমি কেনা যাবে ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্সের মাধ্যমে। কোন কোন কাগজ লাগবে তা তিনি বর্ননা করেন। এই পদ্ধতিতে গ্রাহকের রেডিমেড ফ্লাটের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থাও ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স করবে। তারা বাংলাদেশের স্বনামধন্য কয়েকটি ব্যাংকের সাথে এ নিয়ে কাজ করছে এবং চুক্তি সম্পাদিত করেছে। তিনি বর্ননা করেন কিভাবে একজন গ্রাহক আমেরিকার যে কোন জায়গা থেকে অনায়াসে এই কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন।

ইঞ্জিনিয়ার আজাদুল হক জানান, প্রবাসীরা কিভাবে আইনসম্মতভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন। তিনি বিস্তারিত বর্ননা করেন ৫ (পাচ) রকম পদ্ধতি। তিনি বুঝিয়ে বলেন কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করলে সেই বিনিয়োগের মুনাফাসহ মূল অর্থ কিভাবে আইনসম্মতভাবে ফিরিয়ে আনা যায়। তিনি বলেন, রেমিট্যান্স মানে বিনিয়োগ নয়। অনেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে ফ্লাট কিনে বা তৈরি করে পরে তা বিক্রি করে অর্থ ফেরত আনতে চান। কিন্তু এটা আইনসিদ্ধ নয়। যদি কারো লক্ষ্য হয় যে সে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন মুনাফাসহ ফিরিয়ে আনবে তাহলে সেটা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে করা যাবে না। কিভাবে করা যাবে সেটাই ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স গ্রাহকদের বুঝিয়ে বলবে।

ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্সের মূল লক্ষ হচ্ছে প্রবাসীদের বাংলাদেশে বিপুলভাবে বিনিয়োগ করতে উদবুদ্ধ করা, তাদের জন্য সহজভাবে বেশ কয়েকটি পদ্ধতির প্রচলন করা। গ্রাহক সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কি করতে চান।

ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স রুপায়ন গ্রুপ, ফোর্ট্রেস ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড (এফ ডি এল) এবং বায়োবিল্ডের সাথে চুক্তি করেছে। এদের এককে জনের এককে রকমের ফ্লাট আছে যা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পছন্দ করতে পারবেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রুপায়ন সিটি উত্তরার মনোরম স্কাই ভিলাসমুহ। অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে নৈশভোজ দিয়ে।

ফোবানার নতুন নির্বাহী কমিটি ঘোষণা

(শেষ পাতার পর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুব রেজা রহিম ও নির্বাচন কমিশনার ডিউক খানের পরিচালনায় অনলাইনে ইলেকট্রোনিক্স ভোটিংয়ে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ণ বিধিমালা অনুসরণ করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ২০২৪-২৫ সালের জন্য নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন-এম রহমান জহির (ফ্লোরিডা), এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি-আবীর আলমগীর (নিউ ইয়র্ক), জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী-খালেদ রউফ (শিকাগো), ট্রেজারার-ড. প্রিয়লাল কর্মকার (ভার্জিনিয়া),

আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার হিসেবে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন-রোকসানা পারভিন (ভার্জিনিয়া), আবু রুমি (ভার্জিনিয়া), ডঃ আহসান চৌধুরী হিরো (অস্টিন, টেক্সাস), বাবুল হাই (অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা), জসিম উদ্দিন (আটলান্টা, জর্জিয়া), মকবুল আলী (শিকাগো), নুরুল আমিন নুরু (ভার্জিনিয়া) ও রবিউল করিম বেলাল (পেনসেলভেনিয়া)

নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি বাংলাদেশি সংগঠন। সংগঠনগুলো যথাক্রেমে- মাহবুব ভুঁইয়ার বাংলাধারা (আটলান্টা, জর্জিয়া), ড. জয়নুল আবেদীনের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া (লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া), শামসুদ্দোহা সাগরের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (ডালাস, টেক্সাস), ফরহাদ হোসেনের বাংলা গ্রুপ ডালাস (ডালাস, টেক্সাস), শফিকুল ইসলামের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা (মেট্রো ওয়াশিংটন ডিসি), রেহান রেজার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার ক্যানসাস সিটি (ক্যানসাস), মোহাম্মদ কাজলের মেরিল্যান্ড ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলী (মেরিল্যান্ড), আসিফ ইকবালের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব মিসৌরি (মিসৌরি), আজমল খানের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব হিউস্টন (হিউস্টন টেক্সাস), মোহাম্মদ আলী মানিকের বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন অব জর্জিয়া (আটলান্টা জর্জিয়া), আখতার হোসেনের ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলী ডিএমভি (ভার্জিনিয়া), নাদিম ভুঁইয়া অপু'র ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলী হিউস্টন (হিউস্টন টেক্সাস), শফিকুল ইসলাম জুয়েলের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা ইনক (ফ্লোরিডা), কাজী নাহিদের ইউএস বাংলা অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া (আটলান্টা জর্জিয়া), মহিন উদ্দিন দুলালের বেঙ্গলি বয়েজ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া (আটলান্টা জর্জিয়া) ও শামসুদ্দিন মাহমুদের বাংলাদেশ আমেরিকান আইটি পিপলস অর্গানাইজেশন (ভার্জিনিয়া)।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ডাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.
(Operate by JH office)

Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে (জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

প্রসঙ্গ: জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন-

(শেষ পাতার পর) আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পরে তা মেনে নিয়েছে। পাকিস্তান আমলে এ দেশে রবীন্দ্র সঙ্গীত খুব বেশী গাওয়া হতো না। ফলে এই গানটা খুব একটা পরিচিত ছিল না। '৭০ সালে চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান তার কালজয়ী সিনেমা 'জীবন থেকে নেয়া'তে ব্যবহার করলে সাধারন্যে ব্যপক পরিচিতি পায়। কথা দেশাত্মবোধক মমতাজড়ানো সুর, তাছাড়া তাড়াহুরোর কারনে হয়তো সে সময়ের ছাত্র নেতারা এই গানের প্রেক্ষিত বা উদ্দেশ্য নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় পান নাই। সামনে এনেছেন, মানুষ গ্রহন করেছে। মুক্তিযুদ্ধে এই গান ছিল আমাদের অন্যতম প্রেরণার উৎস্য। এটাই এ দেশের জাতীয় সঙ্গীত।

এখন এ গানের প্রেক্ষিত সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ থাকতেই পারে, এটা কোন দোষের কিছু না। আমরা একটু দেখে আসতে পারি কোন প্রেক্ষিতে কবি গানটি রচনা করেছিলেন। এর জন্য আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে হবে।

১৬৯৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুতানটি কলকাতা গোবিন্দপুর নামের তিন গ্রামের জমিদারি ইজারা নিয়ে বাংলায় ব্যবসা শুরু করে উনষাট বছরে সারা বাংলায় এমন প্রভাব বিস্তার করে, এক পর্যায়ে মুর্শিদাবাদের নবাবী প্রাসাদে ঢুকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়তেও সক্ষম হয় এবং ১৭৫৭-এর ২৩শে জুন নবাব সিরাজকে পরাস্ত করে বাংলার মসনদের কার্যকরি মালিক হয়ে যায়। এরপর পুতুল নবাবদের মাধ্যমে এই কোম্পানী একের পরে এক এলাকা অধিগ্রহন করে চলে। এই বিশাল এলাকার নামকরন করা হয় 'বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি।' ১৮৫২ সালে এর আয়তন দাঁড়ায় ২ লাখ ৪৬ হাজার ৭৮৬ বর্গ মাইল। পুর্ব থেকে পশ্চিম সীমানার দুরত্ব প্রায় ৮০০ মাইল।

এই বিশাল এলাকা শাসন করতে ইংরেজ সরকারকে হিমশিম অবস্থায় পড়তে হচ্ছিলো। এ প্রেক্ষিতে শাষন কাজের সুবিধার্থে তাদেরকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভেঙে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সমন্বয়ে একটি পৃথক নতুন প্রশাসনিক ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এছাড়াও কিছু আর্থ সামাজিক অবস্থা তাদের বিবেচনায় ছিলো। অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের কিছুটা পরিবর্ত্তনও এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলো বলে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন । এ প্রসঙ্গে বিমলানন্দ শাসমল তার 'ভারত কি করে ভাগ হলো' বইতে লিখেছেন: 'ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে হিন্দুরা যেভাবে সামাজিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার বিরোধীতা করার জন্য মুসলমান ঠিক সেইভাবে পিছিয়ে পড়ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত এই বিরাট পার্থক্যটি যতদুর সম্ভব দুর না করতে পারলে, এদের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ অনিবার্য ছিলো এবং সেটাই ভারতবর্ষের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সম্মিলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বিশেষ করে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ঘটনার তীব্রতা অনুভুত হয়েছিলো সবচেয়ে বেশী। লর্ড কার্জন সেটা বুঝতে পেরে বাংলা প্রদেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করবার ব্যবস্থা করলেন। তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা একটি প্রদেশ ছিলো। তিনি পশ্চিম বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা এবং পূর্ব বাংলার আসামের অংশবিশেষ নিয়ে দু'টি প্রদেশ সৃষ্টি করলেন এবং এইভাবে মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র তৈরী করে দিলেন।.... কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব সারা দেশের হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করে তুললো। এই আন্দোলন বাংলা থেকে শুরু হয়ে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিলো।' (বিমলানন্দ শাসমল : ভারত কী করে ভাগ হলো, হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১৮-১৯)।

নতুন প্রদেশ গঠনের এই প্রস্তাবনা প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে ওই দিনই ঢাকায় এক শ্রেণীর অধিবাসী বাকল্যান্ড বাঁধের ওপর 'জন সাধারন সভা' নাম দিয়ে একটি প্রতিবাদ সভা করে। একই সাথে কোলকাতাকেন্দ্রিক কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীটি এ প্রস্তাবের বিরোধীতায় নেমে পরে। ১৯০৪ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি মতবিনিময় সভায় নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়। ও□দি□কে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনে সাধারন মানুষকে সম্পৃক্ত করতে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করা হতে থা□কে। 'ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ' বলে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে খোঁচা দেওয়া হয়।

নতুন প্রদেশের বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে ড: অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন: 'বিচিত্র উপাদান এবং নানাবিধ বৈষয়িক স্বার্থ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে।...... জমিদার শ্রেণী- যাদের পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রদেশেই জমিদারি ছিল- এই ভাবনায় চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় তাঁরা এ পর্যন্ত যেভাবে লাভবান হয়ে আসছিলেন বাঙলা বিভাগের ফলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির প্রবল আশংকা। কারন, আসামে সাময়িক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং ত্রিশ বছর মেয়াদে এর পুনর্বিন্যাস করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আসামের সঙ্গে পূর্ববাংলা সংযুক্ত হলে পূর্ব বাংলার জমিদারদের রাজস্বখাতে আয় হ্রাস নিশ্চিত। তার উপর বাংলা বিভক্ত হলে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের চাকুরীর সম্ভাবনা ও পরিধি সংকুচিত হবে, এইরূপ বাস্তব আশংকায়ও অনেকেই বিচলিত ছিলেন। এ আশংকা অমূলক ছিল না। কারন আইন ব্যবসায়, সরকারী চাকুরী, শিক্ষাক্ষেত্র ইত্যাদী ইতিমধ্যেই জনাকীর্ন হয়ে উঠেছিল। ...... সুতরাং বেকারীর ভয় বাস্তব।' (রবীন্দ্রনাথ-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃষ্ঠা ১২১-১২৩, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮২)।

ঐতিহাসিক বি বি মিশ্র তার 'দি ইন্ডিয়ান মিড্ল ক্লাশ' বইতে লিখেছেন: '.....এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দারুণ ক্ষতি হলো এবং তারা প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু। তাদের স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি বিভাগের ফলে আরও সংকুচিত হয়ে গেল; বিশেষত তখন বিধানসভাগুলির সম্প্রসারনের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ভীতচক্ষে দেখলো, উভয় বাংলার বিধান সভায় তারা একেবারেই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে- পূর্ব বাংলায় অসমীয়া ও মুসলমানদের দ্বারা এবং পশ্চিম বাংলায় বিহারী ও উড়িয়াদের দ্বারা- এজন্য তারা ক্রোধে পাগল হয়ে উঠলো।' বর্ণহিন্দু রাজনীতিক, জমিদার শ্রেণী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গোড়া থেকেই বাংলা ভাগ পরিকল্পনার বিরোধীতায় নামে। কংগ্রেসের এককালীন সভাপতি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বসু নতুন প্রদেশ বানচালের প্রকাশ্য ঘোষনা দেন। এ সময় কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বানার্জীর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে নতুন প্রদেশ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। ৬ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। সুরেন্দ্রনাথ ব্যনার্জী সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'একটি গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়রূপে চিহ্নিত করা হয়। একই গোষ্ঠীর 'হিতবাদী' পত্রিকা লেখে: 'গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালী জাতি এই রকম দুর্দিনের সম্মুখীন হয়নি।'

কলকাতার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও কলামিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের সাবেক অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র এক প্রবন্ধে লিখেছেন: 'কার্জনের বাংলাভাগের এই ঘোষণায় শোরগোল শুরু হলো। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাঙালী রাজনীতিবিদরা বাংলাভাগের 'সেটেল্ড ফ্যাক্ট'কে 'আন সেটেল্ড' করার জন্য শপথ করলেন, 'ওই ঘোষণাকে তারা বানচাল করবেনই।' এই রাজনীতিবিদদের সাথে যোগ দিলেন জমিদাররা। তাদের ভয় ছিল, নতুন প্রদেশে জমির ওপর তাদের অবাধ অধিকার বা মালিকানা স্বত্বের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ আন্দোলনকে ঔজ্জল্য দিয়ে প্রভাববিশিষ্ট করে তুলছিলো এর আবেগপ্রবণ দিক। এমন প্রচারণা চলে যে, মাতৃহত্যার প্রতিবাদ জানাতে বাঙালিদের আমন্ত্রন জানানো হচ্ছে। বিশাল এক সাহিত্য-বন্যা শুরু হয়। এর মধ্যে ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ডজনখানেক দেশাত্ববোধক কবিতা ও স্ত্রোত্র।' (অশোক মিত্র : বঙ্গভঙ্গ রদ:বাঙালী হিন্দুর গর্বকথা, না সর্বনাশের পাঁচালী?)।

ধীরেধীরে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। 'আধুনিক ভারত' প্রথম খন্ডে প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: '১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত: তিন হাজার জনসভায় নতুন প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। এসব সভা আয়োজনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।' এতসব প্রতিবাদ সত্বেও ১৯০৫ সালের ১০ই জুলাই ভারতসচিব ব্রডারিক ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সমন্বয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। প্রতিবাদে ৭ আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে কাশিমবাজারের জমিদার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে কলকাতার নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি তার বক্তৃতায় বলেন: 'নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হবে। বাঙালী হিন্দুগন সংখ্যালঘিষ্টে পরিনত হবে। আমাদেরকে নিজেদের দেশে আগন্তুকের মত থাকতে হবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে যে কি কি হবে তা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি।'

এই সমস্ত বুদ্ধিজীবির অন্যতম ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাদের পারিবারিক জমিদারী ছিলো পূর্ববঙ্গে। নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে জমিদারীর আয় সংকুচিত হবার আশংকা তারও দেখা দেয়। ফলে তিনিও নতুন প্রদেশ ঠেকানোর আন্দোলনে শরীক হন। সে আন্দোলনকে বেগবান করতে এবং আন্দোলনকারীদেরকে উৎসাহ যোগাতেই লেখেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' এই গানটি প্রথমবার গাওয়া হয় ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত জনসভায়। কবি এ সময় এ ধরনের বেশ কয়েকটি জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং এ জাতীয় বেশ কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন।

১লা সেপ্টেম্বর নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারি ঘোষণা প্রকাশিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে ১৬ই অক্টোবরকে 'রাখীবন্ধন দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয় সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ না করা পর্যন্ত প্রতি বছর এইদিনে 'রাখীবন্ধন দিবস' পালন করা হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক সরল চট্টোপাধ্যায় 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন: '১৬ই অক্টোবর রাখীবন্ধন দিবসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং পথের দু'ধারে সবার হাতে রাখী পড়িয়ে দেয়া হয়। রাখীবন্ধন উৎসব বাংলাভাগ বিরোধী রাজনৈতিক উৎসবে পরিনত হয়। এ প্রসঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্র' খ্যাত সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন: '১৬ই অক্টোবর এদের কর্মর্সূচীর মধ্যে ছিলো ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান এবং রাখিবন্ধন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হয় যে, এদিন কলকাতায় যে শোভাযাত্রা হয়েছিলো অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও তার পুরোভাগে ছিলেন এবং তিনি অসংখ্য পথচারীর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে রোগ জর্জরিত আনন্দমোহন বসু 'মিলন মন্দিরের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য ইংরেজীতে যে ভাষণ লিখে এনেছিলেন তা পড়ে শুনালেন আশুতোষ চৌধূরী এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সেই আমলের সম্পাদক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিকেলের জনসভায় ঘোষিত শপথ বাক্যের বাংলায় তর্জমা করেও পাঠ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' (কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি, পৃষ্ঠা ২১৩)। এই রাখীবন্ধন আয়োজনের এক পর্যায়ে কবিগুরু গঙ্গাস্নানের পূর্বে প্রার্থনাসঙ্গীত হিসেবে গেয়েছিলেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার হাওয়া বাংলার ফল, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান' গানটি। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহনকারি জমিদারদের মধ্যে আরও ছিলেন ফরিদপুরের অম্বিকাচরন মজুমদার, আনন্দচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্ত, সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল, কলকাতার অরবিন্দ ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমূখ।

শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থবাদীদের সে আন্দোলন সফল হয়েছিল। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর কেন্দ্রিয় রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারে যোগ দেন ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী। বিপুল জৌলুষ ও প্রবল আড়ম্বরের সাথে অনুষ্ঠিত হয় এ দরবার। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা ও রানীকে মহিমাম্বিত করে একটি বন্দনাগীতি রচনা করেন। 'জনগন মন অধিনায়ক ভারত ভাগ্য বিধাতা' (ভারতের বর্তমান জাতীয় সঙ্গীত)। এই গানটি প্রথমবারের মতো পরিবেশন করা হয় এ অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানেই রাজা পঞ্চম জর্জ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। রাজার এ ঘোষনার মধ্য দিয়ে অবলুপ্ত হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। পুরো এলাকা আবার কোলকাতাকেন্দ্রিক কায়েমী স্বার্থবাদীদের করতলগত হয়। মাত্র ছয় বছর নিজের মতো করে চলার পর তা আবার একত্রিত হয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সঙ্গে। রাজা এ অনুষ্ঠানেই বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের ঘোষনা দেন।

এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা'র পটভূমি বা ইতিহাস। সেদিন যে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন করে পূর্ব বাংলা প্রদেশকে বৃহত্তর বাংলায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল '৪৭এ সেই বাংলাকে ভাগ করে আবার পূর্ব বাংলা গঠন করে দিয়েছিল সেই একই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। '৭১এ আবার এই পূর্ব বাংলাই স্বাধীন বাংলাদেশ হয়। একটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত মানুষের আবেগ অনুভূতি দ্বারা মথিত হয়। আমরা যারা এই গান গেয়ে যুদ্ধ করেছি, দেশ স্বাধীন করেছি আমাদের অনুভুতির সাথে মিশে আছে এই গান। আমাদের দ্বারা এর পরিবর্তন দু:সাধ্য। আবার এটাও সত্যি জাতীয় সঙ্গীত কোন বেদবাক্য বা ঐশীবাণী নয় যে তা বদলানো যাবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন পরিবর্তনের নজীর আছে। আমাদের কোন এক প্রজন্ম যদি মনে করে তারা যুগের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করবে, বৃহত্তর গনমানুষের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটাবে, সেখানে আমাদের কিছু বলার থাকবে না। কারন হয়তো আমরা তখন কেউ থাকবোই না। আমাদের জীবদ্দশায় চাই না এ নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ হোক, বিভেদ হোক অনৈক্য হোক।

বি:দ্র: লেখার বেশ কিছু অংশ আমার লেখা 'বাংলা কেন '৪৭য়েই স্বাধীন হলো না' বই থেকে সংকলিত।

লেখিকা ভায়লা সালিনা লিজা'র মায়ের ইন্তেকাল

(শেষ পাতার পর) জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে মরহুমার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন। এরপর তার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

লেখিক ভায়লা সালিনা লিজা'র মায়ের ইন্তেকালে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী, লেখিতা ও সাংবাদিক মনিজা রহমান সহ অনেকেই গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

ড. ইউনূসের কাছে প্রবাসীদের দাবী ও প্রত্যাশা

(প্রথম পাতার পর) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ইউনূসের জাতিসংঘে এটি হবে তার প্রথম যোগদান। এজন্য প্রফেসর ইউনূসের নিউইয়র্ক সফর বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতিসংঘে তার ভাষণের প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আগ্রহ থাকবে বলে বিশেষজ্ঞমহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সূত্র মতে, জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানের সময় প্রফেসর ইউনূসের সাথে ছোট পরিসরের সফর সঙ্গী থাকবে। নিতান্তই যে সকল সরকারী কর্মকর্তার কাজ রয়েছে শুধু তারাই তার এবারের সফর সঙ্গী হচ্ছেন। উল্লেখ্য, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এবারের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশন। অধিবেশন চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এরমধ্যে হাই লেভেল জেনারেল ডিবেট চলবে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর।

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী মাত্র ৭জন

জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যোগদানের সময় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর সাথে সফর সঙ্গী থাকবেন ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল। আগামী ২২-২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ সফর করবেন তিনি। ঢাকায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সাত সদস্যের প্রতিনিধি দলের মধ্যে রয়েছেন- ড. ইউনূসের মেয়ে দিনা আফরোজ ইউনূস, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ, অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল আলম, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম, প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব শাব্বীর আহমদ, বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দিকা তিথি।

নাগরিক সংবর্ধনা ও প্রবাসীদের প্রত্যাশা

বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সফর উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একমাত্র বাংলাদেশী নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এবং দেশের সরকার প্রধান হিসেবে ড. ইউনূসের নিউয়র্ক আগমনের পর বাংলাদেশ সোসাইটি তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দিতে চাচ্ছে। এজন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, ওয়াশিংটনস্থ বংলাদেশ দূতাবাস ও নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস-এর সমন্বয়ে ড. ইউনূসের সংবর্ধনার আয়োজন চলছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেয়ার প্রস্তুতি চলছে। এজন্য একাধিক মতবিনিময় সভা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় প্রবাসী নাগরিক সমাজের ব্যানারে সিটির জ্যাকসন হাইটসে এক সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভা থেকে সংবর্ধনার পাশাপাশি মতবিনিময়ের কথাও আলোচিত হচ্ছে। আলোচিত হচ্ছে প্রবাসীদের নানা সমস্যা ও বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়েও, যা ড. ইউনূস সরকারের কাছে সমাধান চান প্রবাসী বাংলাদেশীরা। প্রবাসীদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে রয়েছে: নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক’ রুটে পুনরায় বিমান চালু, প্রবাসীদের ভোটাধিকার, কনস্যুলেট অফিস থেকেই ভোটার আইডি কার্ড প্রদান ও পাসপোর্ট নবায়ন, দেশের বিমানবন্দরগুলোতে প্রবাসীদের হয়রানী বন্ধ, প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা, দেশে বিনিয়োগের সহজ সুযোগ ও নিরাপত্তা প্রভৃতি।

বাংলাদেশ সোসাইটির সংবাদ সম্মেলন

এদিকে ড. ইউনূসের নিউইয়র্ক সফরকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের ‘মাদার সংগঠন’ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ড. ইউনূসকে নাগরিক সংবর্ধনা দিতে চায়। সোসাইটির দাবী ড. ইউনূস একজন বিশ্ব বরণ্যে সম্মানীত এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তাই প্রবাসীদের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধিত করার দাবীদার বাংলাদেশ সোসাইটি। এজন্য সোসাইটির সকল প্রস্তুতি রয়েছে বলেও সংগঠনের কর্মকর্তারা দাবী করেছেন। শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সিটির এলমহার্মস্টস্থ সোসাইটির নিজস্ব অফিসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী। এরপর সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া লিখিত বক্তব্যে বিস্তারিত তুলে ধরেন। এসময় সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার সহ সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন এবং প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া লিখিত বক্তব্যে বলেন, প্রতি বছরই সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের সরকার প্রধান যোগ দেন। অন্যান্য বছরগুলোতে রাজনৈতিক সরকার থাকায় সরকার প্রধানের যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে সংশ্লিষ্ট দলের মাধ্যমেই তাদের সফর সংক্রান্ত সব আয়োজন করা হয়। এমনকি সংবর্ধনার আয়োজনও করা হয় দলীয়ভাবে। এতে বিপুল সংখ্যক সাধারণ প্রবাসী তাদের দাবি-দাওয়া ও মনের কথা সরকার প্রধানের সামনে বলার সুযোগ কখনোই পান না। রাজনৈতিক দলের প্রবাসী নেতা-কর্মীরা তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে ব্যাস্ত থাকায় প্রবাসীদের সাধারণ সমস্যা ও সম্ভাবনার কথাগুলো সরকার প্রধান জানতেই পারেন না, ফলে সেগুলোর সমাধানও বছরের পর বছর হয়নি।

আব্দুর রব মিয়া বলেন, বর্তমানে পরিবর্তিত একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার ছাত্র-জনতার দাবি অনুযায়ী- রাষ্ট্র সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। সেই সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ২২-২৭ *(বাকি অংশ ২২ এর পাতায়)*

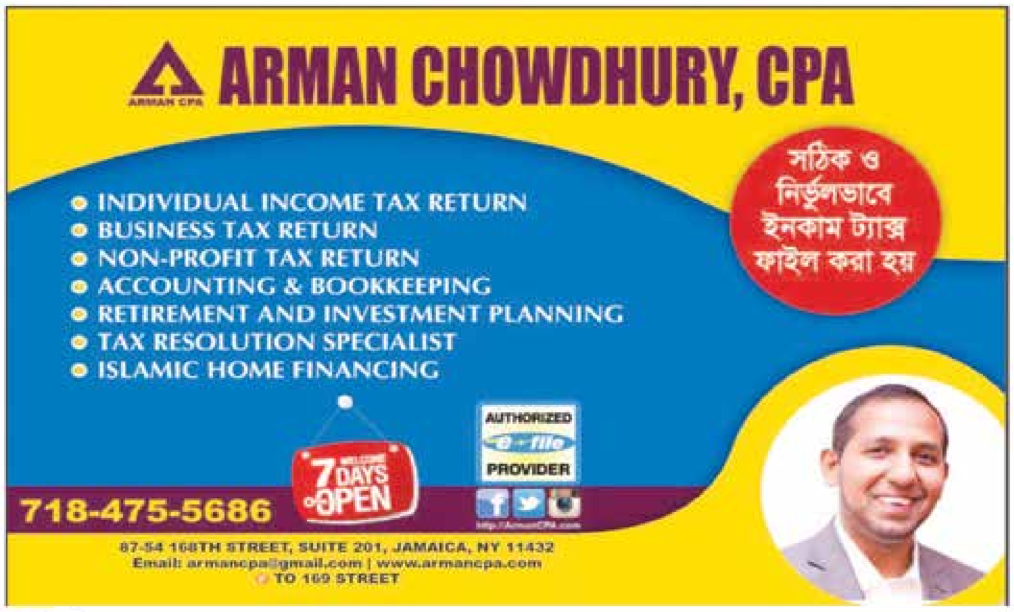

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

দেশের বন্যার্তদের জন্য ১৫০০ ডলার সংগ্রহ

নিউইয়র্ক: ব্যস্ত প্রবাসী জীবনের ক্লান্তিময় সময়ে একটি দিন আনন্দময় করতে আর একে অপরের মধ্যকার সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি জোরদারের লক্ষ্যে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র বনভোজন-২০২৪ ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ আগষ্ট রোববার লং আইল্যান্ডের গাছ-গাছালী আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা ভ্যালী স্ট্রীম ষ্টেট পার্কে দিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের উত্তরবঙ্গের ৪ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। উৎসবমুখর পরিবেশে প্রবাসীরা সপরিবারে এতে অংশ নেয়ায় বনভোজন অনুষ্ঠান মিলনমেলায় পরিণত হয়। উল্লেখ্য, দেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন (এনবিএফ)। বনভোজন অনুষ্ঠানে দেশের বন্যার্তদের সাহাযার্থ্যে তাৎক্ষনিকভাবে ১,৫০০ ডলার সংগৃহীত হয়।

এনবিএফ'র সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, সাবেক সভাপতি ডা. আব্দুল লতিফ, উপদেষ্টা নাসির আলী খান পল, সিনিয়র সহ সভাপতি মিজানুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন এবং বনভোজন আয়োজক কমিটির আহবায়ক মোহাম্মদ আবু তাহের, প্রধান সমন্বয়ারী মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনু ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তারা বনভোজনে আগত প্রবাসীদের স্বাগত জানান। বনভোজন অনুষ্ঠানের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ভুড়ি ভোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফল ড্র প্রভৃতি। তবে এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলো বনভোজন স্থলে তৈরী সকালের নাস্তা পরিবেশন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বনভোজন আয়োজক কমিটির আহবায়ক মোহাম্মদ আবু তাহের। এসময় প্রধান সমন্বয়ারী মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনু, সদস্য সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম, সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক ফরহাদ হোসেন রোজেন, তাজকিনুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক রোজনুজ্জামান রোকন, মোহর খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সকালের নাস্তা, দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজ, বিকেলের চা-নাস্তার পর শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। এতে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী আব্দুল আলীমের পুত্র আজগর আলীম ছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে নার্গিস রহমান, তাজকিনুল হক, মোহর খান ও মসিতুল্লাহ মাসুম সঙ্গীত পরিবেশন করেন। মোহাম্মদ দুলু মিয়ার নেতৃত্বে সকালের নাস্তা (পরটা, ডিম ভাজি, সুজি ও সবজি) পরিবেশে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন মোতাহার হোসেন, ফরহাদ হোসেন রোজেন, শমসের আলী, শরিফুল ইসলাম, ইমন প্রমুখ। এছাড়াও মুড়ি তৈরী ও তরমুজ পরিবেশনে দায়িত্ব পালন করেন আব্দুস কুদ্দুস কানন ও বিপুল সরকার। ক্রীড়া সম্পাদক গোলাম রব্বানী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ও চাঁদা আদায় করেন কোষাধ্যক্ষ এ, রাকিব ও মোঃ শরিফুল ইসলাম। অপরদিকে বনভোজন অনুষ্ঠানের মূল পর্ব দুপুরের খাবার পরিবেশে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন মোতাহার হোসেন সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের অন্যতম উপদেষ্টা জুলকিকুল রহমানের কন্যা জাবিনা রহমানকে ক্রেস্ট সহ নগদ ৫০০ ডলার উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। শিক্ষার্থী হিসেবে কৃতিত্বের জন্য জাবিনা-কে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট এবং ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসানের পক্ষ থেকে ৫০০ ডলার উপহার দেয়া হয়। এছাড়াও বিগত বছরগুলোর বনভোজন আয়োজনে ভালো কাজের জন্য মোহাম্মদ দুলু মিয়াকে একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অপরদিকে 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচীর আওতায় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সামগ্রীও বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা নাসির আলী খান পল, ড. রুহুল কুদ্দুস, এডভোকেট মাহাবুবার রহমান বকুল ও মনিরুল ইসলাম, বৃহত্তর রাজশাহী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মজিব উদ্দিন জেন্টু, সহ সভাপতি মনির আহমেদ, রাজশাহী জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি শমসের আলী, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ কাউসার আলী, নাটোর জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ শামীম আহমেদ, ঠাকুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মোস্তফা কামাল মিল্টন, সাবেক সভাপতি ফিলিপ, লালমনিরহাট জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মোহর খান, পঞ্চগড় জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক রেজা বিন হায়াত, নিলফামারী জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি রোকনুজ্জামান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহীন আলম, দিনাজপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র সিনিয়র সহ সভাপতি জাবেদ চৌধুরী ভুট্টো ও আব্দুর রশিদ প্রমুখ। এসময় বক্তারা তাদের বক্তব্যে উপস্থিত সকলের প্রতি শুভেচ্ছা এবং সুন্দর বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কার্যকরী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

আকষর্ণী রাফেল ড্র'র প্রথম পুরষ্কার 'ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা' রুটের বিমানের টিকেট স্পন্সর করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান আর দ্বিতীয় পুরষ্কার স্বর্ণের চেইন স্পন্সর করেন সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ। এছাড়াও আরো ১৫টি আকর্ষনীয় পুরষ্কার ছিলো। র‍্যাফেল ড্র ও আর্থিকভাবে স্পন্সরকারীরা ছিলেন- ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, এটর্নী মঈন চৌধুরী, ডা. চৌধুরী মঞ্জুরুল হাসান, গিয়াস আহমেদ, মোহাম্মদ জন ফাহিম, মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, শেফ খলিলুর রহমান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জাকির হোসেন সিপিএ, এডভোকেট মাহাবুবার রহমান বকুল, ওয়াসি চৌধুরী, স্টারলিং ফার্মাসী এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আদন ইসলাম, রাকিবুজ্জামান খান তনু, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রাথী 'সেলিম-আলী' পরিষদ, মফিজুল ইসলাম রুমি, জাবেদ চৌধুরী ভুট্টু, আল-আকসা রেষ্টুরেন্ট এন্ড হালাল ফুড, লিয়ন শেখ, নূর ব্যাপারী ও মোহাম্মদ হাশেম।

নথবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক বনভোজন সফল করতে গঠিত আয়োজক কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান। এছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন যুগ্ম আহ্বাহক মুন্না, ফরহাদ হোসেন রোজেন ও তাসকিনুল হক, *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

সফলতার ২৮ বছরে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৫০ : সোমবার, ভাদ্র ২৫, ১৪৩১
রবিউল আউয়াল ৫ ১৪৪৬
Vol. 28 Issue 50 September 09, 2024 USA.

সিটি পার্কগুলোর ৭০ ভাগ রেস্টরুম অনিরাপদ

সিটি কাউন্সিলের রিপোর্টে দাবি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহর নিউইয়র্ক। এই শহরের ৭০ ভাগ রেস্টরুম অনিরাপদ বা বন্ধ থাকে। সিটি কাউন্সিলের এক নতুন প্রতিবেদনে নিউইয়র্ক সিটির পার্কগুলোর রেস্টরুমের এই ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। 'ন্যাচারল কল' শিরোনামের প্রতিবেদনে দেখা যায়, সিটি পার্কগুলোর বেশিরভাগ রেস্টরুমেই স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার উদ্বেগ রয়েছে। এছাড়া রেস্টরুমগুলো বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। সিটি কাউন্সিল কমিটি অন পার্কস এর চেয়ারম্যান শেখর কৃষ্ণান বলেন, সিটিজুড়ে ৭০ ভাগ পাবলিক রেস্টরুমের অবস্থা খারাপ। রেস্টরুমগুলোতে আবর্জনা ফেলার ক্যান, টয়লেট পেপার হোল্ডার এমনকি সাবানও নেয়। *(বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)*

সাঈদ তারেকের কলাম

প্রসঙ্গ: জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন-

অনেকদিন পর একটা পুরনো ইস্যুকে খুঁচিয়ে আবার সামনে আনা হয়েছে। দীর্ঘদিন অমানবিক নির্যাতনের শিকার একজন ব্যক্তির কিছু অসংলগ্ন কথাকে ধরে এমন আকাশ বাতাস তোলপার করার কি দরকার ছিল বুঝলাম না! উনার কি জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে! না উনার কথায় সরকার তা পরিবর্তন করে ফেলবে। অথচ এই নিয়ে ক'দিন দেখছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপার!

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই। ভারতীয়রা ঠিক করে দেয় নাই, এটা নির্দ্ধারন করেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস। এরা যেমন জয় বাংলা শ্লোগান উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশের মানচিত্র তৈরী করেছে জাতীয় সঙ্গীতও ঠিক করেছে। *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

প্রায় আড়াই মাসের সামার ভ্যাকেশন শেষে খুলেছে স্কুল

আনন্দ-উৎসবে স্কুলে ফিরলো শিক্ষার্থীরা

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রায় আড়াই মাসের সামার ভ্যাকেশন শেষে নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলগুলো খুলেছে। সেই সাথে বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হলো ২০২৪-২০২৫ সালের নতুন শিক্ষা কার্যক্রম। অভিভাবক, শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের আনন্দ-উৎসবেই কাটলো স্কুলের প্রথম দিন। ছিলো বিড়ম্বনাও। নতুন শিক্ষা বছরের নতুন কার্যক্রম শুরুর দিন বৃহস্পতিবার সরেজমিনে দেখা যায়, কারো কারো জন্য নতুন স্কুল, নতুন ক্লাস, নতুন পাঠ্যপুস্তক। আবার কারো কারো জীবনের নতুন অধ্যায়। তাই নতুন পথ চলাকে স্বাগত জানিয়ে অভিভাবকসহ শিক্ষার্থীদের ভীর পাবলিক স্কুলগুলোয়। বিগত দুই মাসে অগোছালো সময় কাটানোর পরে অনেক অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের প্রথম দিনে *(বাকি অংশ ২ এর পাতায়)*

নেপালি ছাত্রীকে গুলি করে হত্যা

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি গ্রেফতার

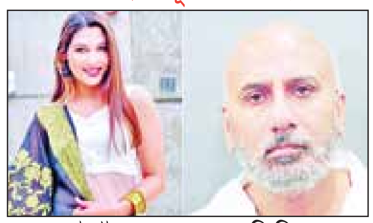

মুনা পান্ডে ববি সিং শাহ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হিউস্টনে ২১ বছর বয়সী এক নেপালি ছাত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি। হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে গত ৩১ আগস্ট শনিবার পুলিশ ৫২ বছর বয়সী ববি সিং শাহ নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বলছে, গত ২৬ আগস্ট সোমবার হিউস্টনের বাড়িতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে খুন হয়েছেন মুনা পান্ডে নামের নেপালি ছাত্রী। তিনি হিউস্টনের একটি কমিউনিটি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত পাওয়া গেছে। অ্যাপার্টমেন্টের কর্মীরা পুলিশকে বলেছেন, বাসার ভেতরে একটি মরদেহ পড়ে *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স এলএলসির মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠান সম্পন্ন

প্রবাসে থেকেও নিশ্চিন্তে কেনা যাবে বাংলাদেশে বাড়ি-ফ্লাট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসে থেকেও নিশ্চিন্তে ঝামেলাহীনভাবে আইনসম্মত উপায়ে বাংলাদেশে বাড়ি বা ফ্লাট কেনার সুযোগ নিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 'ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স এলএলসি'। এ উপলক্ষে নিউইয়র্কের সাগর চাইনিজ রেস্তোরাঁর বলরুমে অনাড়ম্বরভাবে ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স এলএলসির "মিট এন্ড গ্রিট" অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গণমাধ্যমকর্মীদের ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্সের কার্যক্রম *(বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)*

অধ্যক্ষ সুলতান কবির চুনু'র দাফন সম্পন্ন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু'র বড় ভাই, সিলেটের বিয়ানীবাজার আদর্শ মহিলা কলেজের ও অধ্যক্ষ সুলতান কবির চুনু বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি *(বাকি অংশ ৭ এর পাতায়)*

বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করা

জাফর আহমাদ

বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করো না। কারণ, বিপদ-আপদ, দু:খ-বেদনা ও সুখ-সমৃদ্ধি মিলিয়ে মিশিয়েই মানুষের জীবন। প্রথমত: সুখ ও দু:খ মিশ্রিত জীবন মানুষকে তার জীবনের মূল্যায়ণ করতে শিখায়। শুধু দু:খ আর বেদনা দিয়ে যেমন জীবন হয় না, তেমনি শুধুমাত্র সুখ-সমৃদ্ধি দিয়েও জীবন হয় না। দ্বিতীয়ত: জীবন অতি মুল্যবান। যত বেশী জীবন পাবেন, অনন্ত জীবনের জন্য ততবেশী পূঁজি সংগ্রহ করতে পারবেন। ওপারের বা *(বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)*

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নতুন কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক

বিশেষ প্রতিনিধি: অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে নিউইয়র্ক বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের (২০২৪-২০২৫) নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার। নিউইয়র্কের ফার্মিংডেল বাউন্ডারি এভিনিউস্থ 'দ্যা রয়েল পাম' বেঙ্কুইট'এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন *(বাকি অংশ ১৫ এর পাতায়)*

চেয়ারপার্সন মাসুদ রব, নির্বাহী সচিব আবীর আলমগীর

ফোবানার নতুন নির্বাহী কমিটি ঘোষণা

চেয়ারপার্সন মাসুদ রব নির্বাহী সচিব আবীর আলমগীর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)'র নতুন নির্বাহী কমিটি ঘোষনা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ এক বছর মেয়াদি নতুন এ কমিটিতে মাসুদ রব চৌধুরী (লস এঞ্জেলেস), চেয়ারপারসন এবং আবীর আলমগীর (নিউইয়র্ক) পুনরায় (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) নির্বাহী সচিব নির্বাচিত হয়েছেন। ফোবানা সম্মেলনের তিন দিন আগে মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) অনলাইনে ইলেকট্রোনিক্স ভোটিং এর মাধ্যমে ৬৪টি সংগঠনের সদস্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। *(বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)*

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

এক স্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ: ঐক্যের আহবানে বিভক্ত ফোবানা'র ৩৮তম সম্মেলন শেষ হলেও বিভক্তি রয়েই গেলো। নেতৃত্বের কোন্দল সহ নানা কারনে এবার চারভাগে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবারের সম্মেলন। উত্তর আমেরিকার লেবার ডে উইকেন্ড ঘিরে নিউইয়র্ক ছাড়াও মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও মিশিগানের ডেট্রয়েটে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে নিউইয়র্কের সম্মেলন থেকে আগামী বছর আবার নিউইয়র্কেই ৩৯তম সম্মেলনের প্রস্তাব উঠেছে। ভার্জিনিয়া সম্মেলন থেকে আগামী বছর জর্জিয়ার আটলান্টা, মিশিগানের সম্মেলন থেকে কানাডা'র মনট্রিয়েল এবং মেরিল্যান্ড সম্মেলন থেকে পরবর্তী সম্মেলন নিউইয়র্ক, *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

লেখিকা ভায়লা সালিনা লিজা'র মায়ের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কমিউনিটির পরিচিত মুখ, লেখিকা ভায়লা সালিনা লিজা'র মা শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২ টা ৪৫ মিনিটে জ্যামাইকার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরদিন শনিবার দুপুরে বাদ জোহর *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

বন্যার্তদের জন্য ৩০ লাখ টাকার অনুদান নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটি বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য ৩০ লাখ টাকার অনুদান প্রদান করেছে। গত ৩০ আগস্ট বিকালে বাংলাদেশ *(বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)*

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com